তৃতীয় অধ্যায়

ক্যারিয়ার গঠনে সংযোগ স্থাপন ও আচরণ

বিষয়-সংক্ষেপ

ক্যারিয়ার গঠনের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন হওয়া বাঞ্ছনীয়। চাকরি প্রাপ্তির পূর্ব হতে চাকরির শেষ পর্যন্ত যেসব বিষয় একজন ব্যক্তির প্রয়োজন হয় তার সমাবেশ ঘটেছে এ অধ্যায়ে। চাকরির পূর্বে ও পরে কিংবা অন্য কর্মসংস্থানে আমাদের বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে সংযোগ স্থাপন খুবই জরুরি। সংযোগ স্থাপনের পাশাপাশি একজন ভালো শ্রোতা হতে পারলে কর্মক্ষেত্র এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান আহরণ সম্ভব হবে। তবে ভালো শ্রোতা হতে হলে অবশ্যই কিছু কৌশল অবলম্বন করা অবশ্যক। এছাড়া কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আচরণও একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে আবেগ, অনুভূতি ও মনোভাবের বিষয়গুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর এ আচরণের মধ্যে মূল্যবোধও একটি আলোচনার বিষয়। কর্মে সকলতায় কিছু মূল্যবোধ আছে যেগুলো ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। পরিশেষে ক্যারিয়ার গঠনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আচরণের বিষয়টি আসে। ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে যেহেতু বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিগত আচরণের কোনো বিকল্প নেই, তাই কীভাবে কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আচরণ পরিশীলিত ও উন্নত করা যায় সে সম্পর্কে এ অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সর্বোপরি ক্যারিয়ার গঠনে সংযোগ স্থাপন ও ব্যক্তিগত আচরণের একটি তাৎপর্যপূর্ণ রূপ এ অধ্যায়ে ফুটে উঠেছে।

অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. মনোভাব কোন ধরনের হতে পারে?
● ইতিবাচক ⓚ গুণবাচক
ⓖ নেতিবাচক ⓘ ব্যক্তিবাচক

২. কর্মে সফলতায় নিচের কোন মূল্যবোধটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ?
ⓚ সততা ⓚ সময়ানুবর্তিতা
● নিয়মানুবর্তিতা ⓘ নান্দনিকতা

৩. অনুভূতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলো, এটি–
i. আবেগের চেয়ে তুলনামূলকভাবে দীর্ঘস্থায়ী
ii. ঘটনা বা মতবাদ সম্পর্কে আমাদের আবেগ ও অনুভূতির ফলশ্রুতি
iii. নিরাশাবাদী মানুষকেও অনেক সময় উজ্জীবিত করে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ⓚ ii
ⓖ iii ⓘ i ও ii

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জেসমিন তার পরিবার ও অফিস উভয় ক্ষেত্রেই সহনশীল আচরণ করেন। তবে মাঝেমধ্যে সহকর্মীদের আচরণে তীব্র প্রতিক্রিয়াও দেখান। তিনি কোনো কাজ ভালো লাগলে যেমন প্রশংসা করেন তেমনি খারাপ লাগলেও প্রতিক্রিয়া জানাতে দেরি করেন না।

৪. জেসমিনের এ বৈশিষ্ট্যকে কী বলা হয়?
ⓚ ভাবমূর্তি ● মনোভাব
ⓖ অনুভূতি ⓘ আবেগ

৫. এ বৈশিষ্ট্যের কারণে জেসমিন–
i. কর্মক্ষেত্রে সহমর্মিতা পেতে পারেন
ii. সহকর্মীদের খারাপ আচরণের সম্মুখীন হতে পারেন
iii. সকলের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জনে সক্ষম হতে পারেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ ii
ⓖ iii ● i ও iii

অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সংযোগ স্থাপন ও ক্যারিয়ার

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

৬. সংযোগ স্থাপন বলতে সাধারণত কী বোঝায়? (জ্ঞান)
ⓚ কয়েকটি বিষয় নিয়ে ভাবা
● দুই বা ততোধিক জিনিস সংযুক্ত করা
ⓖ একটি জিনিসের গুণ
ⓘ মানুষের দক্ষতা

৭. ইলেকট্রিশিয়ান বিশ্বজিৎ তার নিজ বাড়িতে প্রধান বৈদ্যুতিক লাইন থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য দুইটি লাইন যুক্ত করলেন। তার এরূপ কাজ কিসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)
● সংযোগ স্থাপন ⓚ বিশেষ দক্ষতা
ⓖ সৃজনশীলতা ⓘ গাণিতিক দক্ষতা

৮. সমাজের সকল মানুষ কীভাবে বসবাস করে? (জ্ঞান)
ⓚ বিচ্ছিন্নভাবে ⓚ বিশৃঙ্খলভাবে
● একত্রিত হয়ে ⓘ অসামাজিকভাবে

৯. পৃথিবীর সকল মানুষ কোন অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ? (জ্ঞান)
ⓚ নির্ভরশীলতার ● মায়ার
ⓖ প্রযুক্তির ⓘ যোগাযোগের

১০. কাদের প্রতি আমাদের মায়ার পরিমাণ বেশি? (জ্ঞান)
ⓚ বিদেশি ⓚ দেশি
ⓖ উদ্বাস্তু ● পরিচিতজন

১১. কর্মক্ষেত্রে সকলেই পরস্পরের মধ্যে নিচের কোনটি স্থাপন করে? (অনুধাবন)
● সংযোগ ⓚ বৈরিতা
ⓖ স্নায়ুযুদ্ধ ⓘ স্বাতন্ত্র্যমূলক মানসিকতা

১২. চারপাশের বিভিন্ন শ্রেণি–পেশার মানুষের সাথে পরিচিত হওয়াকে কী বলে? (জ্ঞান)
ⓚ জানাশোনা ⓚ সামাজিক দায়িত্ব
ⓖ সুসম্পর্ক তৈরি ● সংযোগ স্থাপন

১৩. ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির পরিচিতি থাকলেও পরবর্তীতে উভয়ই ভুলে যায়। এর কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ সংযোগ স্থাপন সঠিক না হওয়া
● যোগাযোগ রক্ষিত না হওয়া
ⓖ মানসিক অবস্থা ভালো না থাকা
ⓘ উভয়ই নিরাশাবাদী হওয়া

১৪. রায়হান সাতক্ষীরার এবং শাফিন ঢাকার কাপড় ব্যবসায়ী। তারা একে অন্যের সাথে অনেক আগে ব্যবসায়িক কাজের জন্য পরিচিত হয়েছিল। এখনও তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় আছে। এরূপ সুসম্পর্ক থাকার কারণ কী? (প্রয়োগ)
ⓚ সংযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়া ঠিক থাকা
ⓚ একে অন্যকে পছন্দ করা
● যোগাযোগ রক্ষিত হওয়া
ⓘ ব্যবসায়িক মুনাফা লাভ করা

১৫. সহপাঠীদের সাথে কোন ধরনের সংযোগ স্থাপিত হয়? (জ্ঞান)
● ব্যক্তিগত ⓚ পেশাগত
ⓖ সামাজিক ⓘ রাজনৈতিক

১৬. ব্যবসা বা চাকরির ক্ষেত্রে অন্যের সাথে কোন ধরনের সংযোগ স্থাপিত হয়? (জ্ঞান)
ⓚ সামাজিক ⓚ রাজনৈতিক
● পেশাগত ⓘ ব্যক্তিগত

১৭. জনাব ফরিদ ব্যবসার কাজে অনেকের সাথে যোগাযোগ করেন। তার এরূপ যোগাযোগ রক্ষা কোন ধরনের সংযোগ স্থাপনের মধ্যে পড়ে? (প্রয়োগ)
ⓚ ব্যক্তিগত ⓚ সামাজিক
ⓖ রাজনৈতিক ● পেশাগত

১৮. সব কাজের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি প্রয়োজনীয়? (জ্ঞান)
● সংযোগ স্থাপন ⓚ আবেগ
ⓖ অনুভূতি ⓘ গাণিতিক দক্ষতা

১৯. রাহাত ও তার কয়েকজন বন্ধু একটি সমাজসেবামূলক কাজ করা শুরু করল। তারা কেউ কারো সাথে তথ্য আদান–প্রদান করে না। এক পর্যায়ে তাদের কাজটি বিফল হয়। তাদের কাজের অসফলতার পিছনের মূল কারণ কী? (প্রয়োগ)
ⓚ অনুভূতিহীনতা ● সংযোগহীনতা
ⓖ প্রযুক্তি ব্যবহার নেই ⓘ সৃজনশীলতার ব্যবহার নেই

২০. কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাথে দৃঢ় সংযোগ থাকলে কাজের পরিবেশ কেমন থাকে? (অনুধাবন)
● অনুকূল ⓚ প্রতিকূল
ⓖ আবেগপ্রবণ ⓘ বিরূপ

২১. চাকরির ক্ষেত্রে নিচের কার সাথে সংযোগ স্থাপন করা জরুরি? (জ্ঞান)
● অফিসের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সাথে
ⓚ স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সাথে
ⓖ গণমাধ্যমের সাথে
ⓘ স্থানীয় সরকারি প্রশাসনের সাথে

২২. ব্যবসায়–বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিচের কার সাথে সংযোগ স্থাপন করা জরুরি? (জ্ঞান)
● স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সাথে
ⓚ স্কুল কলেজের পরিচিতদের সাথে
ⓖ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সাথে
ⓘ রাজনীতিবিদদের সাথে

২৩. সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে করণীয় কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ বেশি কথা বলা ⓚ ব্যক্তির আচরণ নির্ণয় করা
● কুশল বিনিময় করা ⓘ এড়িয়ে যাওয়া

২৪. বিপদে–আপদে পরিচিতজনদের খোঁজখবর নিলে এবং সম্ভব হলে সশরীরে হাজির হলে নিচের কোনটি মজবুত হয়? (জ্ঞান)
ⓚ সমবায় ● সংযোগ স্থাপন
ⓖ পারস্পরিক সমঝোতা ⓘ ব্যক্তির চরিত্র

২৫. মামুন তার পরিচিতজনদের সাথে দেখা হলে একসাথে আলাপ আলোচনা করে এবং তাদের সাধারণ আগ্রহের বিষয় নিয়ে কথা বলে। এক্ষেত্রে মামুনের কোন বিষয়ক ক্ষমতা প্রকাশিত হচ্ছে? (প্রয়োগ)
ⓚ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ⓚ অতিরিক্ত কথা বলা
ⓖ ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি ● সংযোগ স্থাপন

২৬. ব্যক্তিগত কিন্তু গোপনীয় এবং স্পর্শকাতর নয় এমন বিষয়ে অল্প কথা বলা কিসের ক্ষেত্রে একটি করণীয় দিক? (জ্ঞান)
ⓚ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ● সংযোগ স্থাপন
ⓖ ভালো শ্রোতা ⓘ মানসিক দক্ষতা

◘ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

২৭. মানুষ হিসেবে আমরা– (অনুধাবন)
i. একে অন্যকে শ্রদ্ধা করি
ii. সবাই একসাথে বসবাস করতে চাই
iii. একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হই
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৮. আমরা পরিচিতজনদের– (অনুধাবন)
i. এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করি
ii. কাছাকাছি থাকতে চাই
iii. মঙ্গল কামনা করি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৯. মায়ার অদৃশ্য বন্ধন কার্যকরী ভূমিকা পালন করে– (অনুধাবন)
i. সামাজিক ক্ষেত্রে
ii. কর্মক্ষেত্রে
iii. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৩০. পছন্দের কর্মক্ষেত্রের চাহিদা অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন– (অনুধাবন)
i. আত্মবিশ্বাস
ii. জানাশোনা

iii. অগ্রজদের পথনির্দেশ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii　　খ i ও iii
● ii ও iii　　ঘ i, ii ও iii

৩১. একই সমাজে আমরা যারা বাস করি, তারা পরস্পরের সাথে যে ধরনের সংযোগ স্থাপন করি– (অনুধাবন)

i. ব্যক্তিগত
ii. সামাজিক
iii. সাংস্কৃতিক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii　　খ i ও iii
● ii ও iii　　ঘ i, ii ও iii

৩২. সংযোগ স্থাপন হতে পারে– (অনুধাবন)

i. ব্যক্তিতে–ব্যক্তিতে
ii. প্রতিষ্ঠানে–প্রতিষ্ঠানে
iii. সংঘে–সংঘে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii　　খ i ও iii
গ ii ও iii　　● i, ii ও iii

৩৩. আমাদেরকে মিশুক প্রকৃতির হতে হবে – (অনুধাবন)

i. ক্যারিয়ারের স্বার্থে
ii. সামাজিকতার স্বার্থে
iii. মানসিকতার স্বার্থে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii　　খ i ও iii
গ ii ও iii　　ঘ i, ii ও iii

৩৪. নাকিব একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে। এক্ষেত্রে সে সংযোগ স্থাপন করবে– (প্রয়োগ)

i. প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকদের সাথে
ii. গণমাধ্যমের সাথে
iii. প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii　　● i ও iii
গ ii ও iii　　ঘ i, ii ও iii

৩৫. রূ পস রায় একজন ব্যবসায়ী। তিনি সংযোগ স্থাপন করবেন–(প্রয়োগ)

i. জাতীয় মানবসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে
ii. স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সাথে
iii. স্থানীয় সরকারি প্রশাসনের সাথে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii　　খ i ও iii
● ii ও iii　　ঘ i, ii ও iii

৩৬. তাজিম একজন ব্যবসায়ী। তিনি গ্রাহকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ চালিয়ে যান। গ্রাহকদের সাথে তাজিমের এরূ প সম্পর্ক বজায় রাখার কারণ– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. সততা　　ii. নিয়মানুবর্তিতা
iii. ব্যক্তিগত গোপনীয়তা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii　　খ i ও iii
গ ii ও iii　　● i, ii ও iii

◘ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৭ ও ৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। বিভিন্ন সংস্থা বাংলাদেশে তাদের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে আবার বাংলাদেশও জাতিসংঘের সাথে নানা কারণে সম্পর্ক অটুট রাখার চেষ্টা করছে। যেমন বাংলাদেশ ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘে সৈন্য প্রেরণ করে। যারা বর্তমানে পৃথিবীর ১২টি দেশে কর্মরত আছে।

৩৭. উক্ত বিষয়টি কার–কার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? (প্রয়োগ)

ক ব্যক্তি–ব্যক্তি　　খ প্রতিষ্ঠান–ব্যক্তি
● প্রতিষ্ঠান–প্রতিষ্ঠান　　ঘ ব্যক্তি–দল

৩৮. অনুচ্ছেদে যে প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা
ii. জাতিসংঘের কৃতিত্ব
iii. সংযোগ স্থাপন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i　　খ ii
● iii　　ঘ i ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৯ ও ৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

কাসাব দরিদ্রতার কারণে এসএসসি পরীক্ষার পর আর পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারেনি। কিন্তু সে তার পরিচিত সকলের সাথে সবসময় যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করে যাতে একটি ভালো চাকরি পাওয়া যায়। একদিন তার এক বন্ধু তাকে একটি ভালো চাকরির সন্ধান দেয়।

৩৯. অনুচ্ছেদে কাসাবের চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনটি গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে? প্রয়োগ)

ক আচার–ব্যবহার　　খ সচ্চরিত্র
● সংযোগ স্থাপন　　ঘ অন্যের দয়া

৪০. উক্ত ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে তা হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. ক্যারিয়ার
ii. নিজের গুরুত্ব
iii. সামাজিকতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii　　● i ও iii
গ ii ও iii　　ঘ i, ii ও iii

এসো ভালো শ্রোতা হই

◘ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

৪১. যোগাযোগ রক্ষায় নিচের কোনটি খুবই জরুরি? (জ্ঞান)

ক আবেগপ্রবণ হওয়া　　● ভালো শ্রোতা হওয়া
গ অনুভূতিশীল হওয়া　　ঘ পরশ্রীকাতর হওয়া

৪২. ভালো শ্রোতা হিসেবে চিহ্নিত করতে মান নির্ণয়ের ছক অনুযায়ী মনোযোগী শ্রোতার স্কোর কত হওয়া বাঞ্ছনীয়? (জ্ঞান)

ক ৫–১০　　খ ১০–২০
গ ২০–৩০　　● ৩০–৪০

৪৩. কোনো ব্যক্তিকে ভালো শ্রোতা বলার কারণ কী হতে পারে? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক বক্তব্য স্বাভাবিকভাবে শোনা
● বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শোনা
গ অন্যকে বক্তব্য শোনার জন্য উৎসাহিত করা
ঘ বক্তার আচরণ বিশ্লেষণ করা

৪৪. একজন ভালো শ্রোতা বক্তার বক্তব্য শোনার সময় কেমন থাকে? (জ্ঞান)
ক অন্যের সাথে বক্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করে
● মনোযোগী থাকে
গ বক্তব্যের বিষয়টি নিয়ে বক্তাকে প্রশ্ন করে
ঘ অন্যমনস্ক থাকে

৪৫. একজন ভালো শ্রোতা বেশিরভাগ সময় কীভাবে বক্তব্য শোনে? (জ্ঞান)
ক অন্যমনস্ক হয়ে
খ প্রধান বিষয়বস্তু এড়িয়ে
● বক্তার চোখে চোখ রেখে
ঘ বক্তার বক্তব্যের পুনঃউচ্চারণ করে

৪৬. ভালো শ্রোতা বক্তার বক্তব্যের প্রতি কেমন থাকে? (জ্ঞান)
ক বিমর্ষ খ উদাসীন
গ মানসিক বিপর্যস্ত ● একান্ত

৪৭. বক্তার বক্তব্যের সাথে ভালো শ্রোতার কোনটি পরিবর্তিত হয়? (জ্ঞান)
ক দৃষ্টিভঙ্গি খ অভ্যাস
● অভিব্যক্তি ঘ শারীরিক শক্তি

৪৮. গবেষণা অনুযায়ী কোনো আলোচনা চলাকালীন একজন ভালো শ্রোতা শতকরা কতভাগ সময় বক্তার বক্তব্য শোনে? (জ্ঞান)
ক ৬০ খ ৭০
● ৮০ ঘ ৯০

৪৯. কোনো আলোচনা চলাকালীন একজন ভালো শ্রোতা শতকরা কতভাগ সময় কথা বলে? (জ্ঞান)
● ২০ খ ৪০
গ ৬০ ঘ ৮০

৫০. বক্তার বক্তব্য শোনার সময় ভালো শ্রোতা কোনটি করা থেকে বিরত থাকে? (অনুধাবন)
● অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা
খ মনোনিবেশ
গ বক্তার চোখে চোখ রেখে শোনা
ঘ যথা সময়ে মন্তব্য করা

৫১. একজন ভালো শ্রোতা বক্তাকে কীভাবে বিষয়বস্তুর মধ্যে থাকতে সাহায্য করে? (অনুধাবন)
ক অপ্রাসাঙ্গিক কথা বলে
খ বার বার প্রশ্ন করে
গ কোনো কথা না বলে চুপচাপ থেকে
● যৌক্তিক ভাববিনিময়গত মিথাস্ক্রিয়তার মাধ্যমে

৫২. একজন ব্যক্তি কখন ভালো শ্রোতা হয়? (উচ্চতর দৰতা)
● বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনলে এবং ভাবলে
খ বক্তব্য শোনার সময় কথা বললে
গ বক্তাকে প্রশ্ন করলে
ঘ বক্তব্য চলাকালীন বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করলে

৫৩. কোন ব্যক্তিকে ভালো শ্রোতা বলা যায় না? (অনুধাবন)
ক যিনি মনোযোগী
খ যিনি বক্তার চোখে চোখ রেখে বক্তব্য শোনেন
গ যিনি বক্তব্য শেষে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করেন
● যিনি বক্তব্য ভাবনা চিন্তার গভীর নেননা

৫৪. নিচের কোনটি ভালো শ্রোতার বৈশিষ্ট্য? (জ্ঞান)
ক মনোযোগহীনতা
খ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা
● বক্তব্যের সাথে একাত্ম্য হওয়া
ঘ বক্তাকে ক্রমাগত প্রশ্ন করা

৫৫. অন্যে কথা বললে নিজে কথা না বলে অন্যকে বলার সুযোগ দেওয়া এবং তার কথা মনোযোগ সহকারে শোনা কার গুণ? (উচ্চতর দৰতা)
● ভালো শ্রোতার খ আবেগহীনের
গ অনুভূতিশীলের ঘ মূল্যবোধহীনের

৫৬. কেউ কথা বলার সময় অযথাই তার দৃষ্টি অন্য কোনো দিকে নেওয়া কিসের লৰণ? (জ্ঞান)
ক চতুরতা খ ভালো শ্রোতা
● মন্দ শ্রোতা ঘ উদাসীনতা

◘ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

৫৭. ভালো শ্রোতা হওয়া মানে– (অনুধাবন)
i. কোনো কিছু শোনা
ii. বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনা
iii. শোনা বিষয় নিয়ে ভাবা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৮. অন্যের কথা বলার সময় ভালো শ্রোতারা– (অনুধাবন)
i. কথা বলে না
ii. প্রশ্ন করে
iii. যথাসময়ে মন্তব্য করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৯. মাহমুদুল একজন ভালো শ্রোতা। সে কোনো বক্তব্য শোনার সময়– (প্রয়োগ)
i. কথা বলে
ii. বক্তার চোখ চোখ রেখে বক্তব্য শোনে
iii. অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা থেকে বিরত থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬০. ভালো শ্রোতা নির্ণয়ের মানদণ্ড হলো– (অনুধাবন)
i. প্রধান শব্দসমূহ মনে গাঁথা
ii. বক্তব্য শোনার সময় কথা বলার মাত্রা
iii. বক্তব্যের প্রেৰাপট অনুধাবন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

◘ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬১ ও ৬২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রাশেদ নবম শ্রেণির ছাত্র। সে ক্লাস চলাকালীন শিক্ষকের কথা খুবই মনোযোগ সহকারে শোনে। সে সুযোগ বুঝে প্রশ্ন ও মন্তব্য করে। কিন্তু তার কিছু বন্ধু আছে যারা পেছনে বসে প্রায়ই হাসি–ঠাট্টা করে ও কথা বলে।

৬১. অনুচ্ছেদের রাশেদকে কী বলা যায়? (প্রয়োগ)
● ভালো শ্রোতা খ ভালো ছাত্র
গ মনোযোগহীন ছাত্র ঘ সৎ মানুষ

৬২. রাশেদের উক্ত গুণটি তার শ্রেণিশিক্ষককে পাঠদানকালে যে ক্ষেত্রে সহায়তা করবে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বিষয়বস্তুর মধ্যে থাকতে
ii. ভিন্ন ভিন্ন ৰেত্রে বক্তব্য দিতে
iii. বিষয়বস্তুর বাইরের আলোচনা করতে
নিচের কোনটি সঠিক?

● i ⓚ ii
ⓖ iii ⓘ i, ii ও iii

ভালো শ্রোতা হওয়ার কৌশল

◘ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

৬৩. একজন ভালো শ্রোতা কোনো কথা শোনার পূর্বে নিচের কোনটির ক্ষেত্রে সচেতন থাকেন? (জ্ঞান)
ⓚ নিজের আদর্শ ● গঠনমূলক উদ্দেশ্য
ⓖ বক্তার চরিত্র ⓘ লোকসমাগম

৬৪. বক্তব্য মনে রাখার জন্য একজন ভালো শ্রোতা কী করে থাকেন? (জ্ঞান)
ⓚ বিভিন্ন শব্দ মনে রাখেন
ⓚ বক্তার কাছে পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন
● মুখ্য শব্দ মনে রাখেন
ⓘ পুরোপুরি বক্তব্য আয়ত্ত করেন

৬৫. বক্তব্য মনে রাখার জন্য একজন ভালো শ্রোতা কী করে থাকেন? (জ্ঞান)
ⓚ বিভিন্ন শব্দ মনে রাখেন
ⓚ বক্তার কাছে পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন
● মুখ্য শব্দ মনে রাখেন
ⓘ পুরোপুরি বক্তব্য আয়ত্ত করেন

৬৬. বক্তার বক্তব্য যদি অধিক উপাত্তসম্পন্ন হয় তাহলে একজন ভালো শ্রোতা বক্তব্য মনে রাখতে কী করে? (জ্ঞান)
ⓚ বক্তার সাথে যোগাযোগ রাখে
ⓚ অন্যদের কাছ থেকে শুনে নেয়
ⓖ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে
● নোট করে

৬৭. ভালো শ্রোতা হওয়ার জন্য কোনটি আবশ্যক? (জ্ঞান)
● মনোযোগ দিয়ে শোনা
ⓚ শোনার সময় কথা বলা
ⓖ বক্তাকে প্রশ্ন করা
ⓘ কথার প্রেক্ষিতে কথা বলা

৬৮. রিফাত দুর্নীতিবিষয়ক সেমিনারে গিয়ে বক্তার বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শুনতে শুরু করল। তার এ গুণটি অর্জনের জন্য রিফাতকে কী করতে হয়েছে? (প্রয়োগ)
ⓚ বক্তার সাহায্যগ্রহণ ● চেষ্টা ও অনুশীলন
ⓖ বিভিন্ন সেমিনারে যাওয়া ⓘ সচ্চরিত্রবান হওয়া

৬৯. নবম শ্রেণির ছাত্রী সোহানা শিক্ষকের পাঠদানকালে শিক্ষকের বক্তব্য পুরোপুরি বুঝতে পারে না। এখানে সোহানার মধ্যে ভালো শ্রোতার কোন গুণের অভাব আছে? (প্রয়োগ)
● মানসিক ও শারীরিকভাবে স্থির থাকা
ⓚ উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা
ⓖ সততা
ⓘ বক্তার আচরণ বিশ্লেষণ

৭০. আমাদের দেশে গুরুজনদের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলাকে অনেকেই কেমন মনে করে? (জ্ঞান)
ⓚ ভদ্রতা ● অভদ্রতা
ⓖ মার্জিত ⓘ বেপরোয়া

৭১. কোনোকিছু মনোযোগ দিয়ে শোনার ক্ষেত্রে নিচের কোনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ? (জ্ঞান)
ⓚ ফোনালাপ
● চোখের মাধ্যমে যোগাযোগ
ⓖ অন্যদের শান্ত করা
ⓘ অন্য শ্রোতাদের মনোযোগ পর্যবেক্ষণ

৭২. বক্তার বক্তব্য শোনার সময় তার চোখের দিকে তাকিয়ে যোগাযোগ শ্রোতাকে কীভাবে সাহায্য করে? (অনুধাবন)
● বিষয়বস্তুর গভীরে যেতে
ⓚ বক্তার আচরণ বিশ্লেষণে
ⓖ অন্য থেকে নিজের যথার্থতা বিচারে
ⓘ বিভিন্নভাবে দক্ষ হতে

৭৩. অন্য কেউ যখন কথা বলে তখন আমাদের কী করা উচিত? (জ্ঞান)
ⓚ কথা বলা ● কথা না বলা
ⓖ তথ্য সনাক্ত করা ⓘ বক্তব্য না শোনা

◘ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

৭৪. একজন গুণী ব্যক্তি কোনো কাজ শুরু করে– (অনুধাবন)
i. উদ্দেশ্য নিয়ে
ii. পরিকল্পনা নিয়ে
iii. উদাসীনতার সাথে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৭৫. বক্তব্য মনে রাখার জন্য ভালো শ্রোতা যে কৌশল অবলম্বন করেন– (অনুধাবন)
i. উদ্দেশ্য ঠিক করে নেওয়া
ii. নোট করা
iii. মুখ্য শব্দ মনে রাখা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৭৬. ভালো শ্রোতা হতে হলে যেটি প্রয়োজন– (অনুধাবন)
i. নিজের দিকে কথা বলা
ii. শারীরিক ভাবে স্থির থাকা
iii. মানসিকভাবে স্থির থাকা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৭৭. বক্তার বক্তব্য শোনার সময় নানা রকম চিন্তা করলে– (অনুধাবন)
i. মনোযোগ দিয়ে শোনা যায় না
ii. মনোযোগী শ্রোতা হওয়া যায় না
iii. বক্তব্যের সারমর্ম বোঝা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৭৮. শ্রোতা বক্তার চোখের দিকে তাকিয়ে – (অনুধাবন)
i. অনেক কিছু অনুমান করতে পারেন
ii. বিষয়বস্তুর গভীরে গিয়ে মানসিক যোগাযোগ তৈরি করতে পারেন
iii. বক্তার মনোযোগ নষ্ট করতে পারেন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৭৯. বক্তার বক্তব্যের সময় শ্রোতারা নিজেদের দিকে কথা বললে – (অনুধাবন)

i. বক্তব্য শোনা বাধাগ্রস্ত হয়
ii. বক্তা শ্রোতাদের কথা শুনতে পান না
iii. গোলমেলে পরিবেশের সৃষ্টি হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৮০. একজন ভালো শ্রোতা বক্তৃতা শোনার আগেই ঠিক করে নেয় তার– (অনুধাবন)
i. কোন তথ্য প্রয়োজন
ii. কীভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য মনে রাখবে
iii. কীভাবে তথ্য সারসংক্ষেপ করবে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮১. তুমি যদি কোনো বক্তার বক্তব্য শোনো তাহলে তোমার প্রাথমিক পদক্ষেপ হওয়া উচিত – (উচ্চতর দক্ষতা)
i. প্রয়োজনীয় তথ্য শনাক্ত করা
ii. প্রয়োজনীয় তথ্য যাচাইকরণ
iii. প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ মনে রাখা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮২. যথাযথ মনোযোগী শ্রোতা হতে হলে প্রয়োজন– (অনুধাবন)
i. অন্যের সাহায্য ii. অনুশীলন
iii. প্রচেষ্টা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

◘ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮৩ ও ৮৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
প্রেস সাংবাদিক জুনায়েদ 'প্রথম আলো' সংবাদপত্রে চাকরি করেন। তিনি বিভিন্ন সম্মেলন, উচ্চ পর্যায়ে ব্যক্তিদের কথোপকথন ইত্যাদি ক্ষেত্রে একজন ভালো শ্রোতা হিসেবে মুখ্য শব্দসমূহ মনে রাখেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি গ্রহণ করেন। তিনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো নোট করেন। প্রতিবেদনের জন্য কী কী প্রয়োজনীয় তা তিনি আগে থেকেই ঠিক করে নেন।

৮৩. অনুচ্ছেদে একজন গুণী শ্রোতা হিসেবে সাংবাদিক জুনায়েদের মধ্যে কোন কৌশলটির সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়? (প্রয়োগ)
ক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য খ ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল
গ অস্থিরতা ● উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা

৮৪. উক্ত গুণের ক্ষেত্রে কৌশলটির মূল বিষয় হবে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. উদ্দেশ্য ঠিক করে নেওয়া ii. নিজের জন্য কথা বলা
iii. মুখ্য শব্দ মনে রাখা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮৫ ও ৮৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

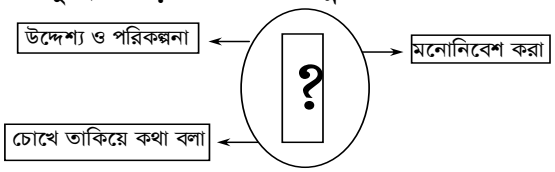

৮৫. ছকের '?' চিহ্নিত স্থানে কী বসবে? (প্রয়োগ)
● ভালো শ্রোতার কৌশল খ মনের আচরণ
গ দৃষ্টিভঙ্গি ঘ ক্যারিয়ার গঠন

৮৬. উক্ত বিষয়টির ক্ষেত্রে আরও প্রযোজ্য– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মানসিক অস্থিতিশীলতা
ii. মানসিক ও শারীরিকভাবে স্থির থাকা
iii. নিজের দিকে কথা না বলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

ব্যক্তিগত আচরণ

◘ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

৮৭. ব্যক্তিগত আচরণ কোন ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ? (অনুধাবন)
ক মনোযোগ খ ভালো শ্রোতা হওয়া
● সংযোগ স্থাপন ঘ দক্ষতা অর্জন

৮৮. ক্যারিয়ার গঠনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কী? (অনুধাবন)
ক কঠোর প্রচেষ্টা খ স্থূল আচরণ
গ বিমর্ষতা ● ব্যক্তিগত আচরণ

৮৯. ব্যক্তির ভেতরে কী আছে তা প্রকাশ পাওয়ার মাধ্যন কী? (অনুধাবন)
ক সমাজ খ পরিবার
গ সঙ্গীয় আচরণ ● ব্যক্তির আচরণ

৯০. কোনো মানুষ সৎ না অসৎ তা আমরা কীভাবে বুঝি? (জ্ঞান)
ক পরিস্থিতি বিচারে খ স্থানভেদ বিচারে
গ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে ● আচরণ পর্যবেক্ষণ করে

৯১. কোন ধরনের মানুষকে আমরা কেউ পছন্দ করি না? (অনুধাবন)
ক আন্তরিক ● বদমেজাজি
গ সাদাসিধা ঘ বিনয়ী

৯২. আচরণের কোন দিকটি বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে? (উচ্চতর দক্ষতা)
● আবেগ খ অনুভূতি
গ মনোভাব ঘ সহনশীলতা

৯৩. ক্যারিয়ারের সফলতার ক্ষেত্রে নিচের কোনটি অনস্বীকার্য? (জ্ঞান)
● ব্যক্তিগত আচরণ খ অন্যের আচরণ নির্ধারণ
গ অন্যের সমালোচনা করা ঘ নিজের অর্জন জাহির করা

৯৪. আমরা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারব কিনা তা নির্দিষ্ট করে দেয় নিচের কোনটি? (জ্ঞান)
ক সমষ্টিগত আচরণ ● ব্যক্তিগত আচরণ
গ দৃষ্টিভঙ্গি ঘ সহমর্মিতা

৯৫. কর্মক্ষেত্রে সফল হতে হলে আমাদের ব্যক্তিগত আচরণ কেমন হতে হবে? (অনুধাবন)
● পরিশীলিত খ অসংযত
গ সংগতিবিহীন ঘ অপরিমার্জিত

৯৬. কোনো কিছুর প্রতি আমাদের ভালোলাগা বা মন্দলাগার বহিঃপ্রকাশকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক অনুভূতি ● আবেগ
গ মনোভাব ঘ দৃষ্টিভঙ্গি

৯৭. আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ। এদেশকে আমরা অনেক ভালোবাসি। দেশের প্রতি আমাদের এরূ প ভাবকে কী বলা যায়? (প্রয়োগ)
ক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি খ অনুভূতি

ⓖ সহানুভূতি ● আবেগ

৯৮. কোনোকিছুকে তীব্রভাবে পছন্দ বা অপছন্দ করা কিসের অংশ? (জ্ঞান)
ⓚ মনোভাব ⓚ সংযম
ⓖ অনুভূতি ● আবেগ

৯৯. মানবজাতির স্বকীয়তা টিকিয়ে রাখতে কোনটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? (জ্ঞান)
ⓚ জীববৃত্তি ⓚ প্রকাশভঙ্গি
ⓖ শারীরিক শক্তি ● আবেগ

১০০. আবেগ সাধারণত কিরূপ হয়? (জ্ঞান)
● ক্ষণস্থায়ী ⓚ দীর্ঘস্থায়ী
ⓖ অতি ক্ষণস্থায়ী ⓖ অতি দীর্ঘস্থায়ী

১০১. আমাদের পারিপার্শ্বিক সম্পর্ক কিসের সাথে সম্পর্কিত? (জ্ঞান)
ⓚ নৈতিকতা ● আবেগ
ⓖ দৃষ্টিভঙ্গি ⓖ পরমতসহিষ্ণুতা

১০২. বাবা–মা, ভাইবোন, বন্ধু, কিংবা, সহকর্মীদের সাথে সম্পর্ক কেমন তা কিসের মাধ্যমে বোঝা যাবে? (জ্ঞান)
ⓚ নৈতিকতা ⓚ আইনের প্রতি শ্রদ্ধা
ⓖ আত্মসংযম ● আবেগ

১০৩. কর্মক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্মানবোধ, সহমর্মিতা, বিশ্বাস, আস্থা ইত্যাদি কিসের ওপর নির্ভরশীল? (জ্ঞান)
ⓚ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ⓚ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি
● আবেগিক দৃষ্টিভঙ্গি ⓖ আইনশৃঙ্খলা

১০৪. আবেগের চেয়ে অনুভূতি তুলনামূলকভাবে কিরূপ? (জ্ঞান)
ⓚ ক্ষণস্থায়ী ⓚ অতি ক্ষণস্থায়ী
● দীর্ঘস্থায়ী ⓖ চিরস্থায়ী

১০৫. কোনো ঘটনা আমাদের মনের গভীরে বা হৃদয়ের গহিনে যে ভাব তৈরি করে তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ⓚ আবেগ ⓚ দৃষ্টিভঙ্গি
ⓖ পরমতসহিষ্ণুতা ● অনুভূতি

১০৬. আমাদের মনে অনুভূতির জন্ম দেয় কোনটি? (জ্ঞান)
ⓚ নৈতিকতাবোধ ⓚ আদর্শ
● আবেগ ⓖ মনোভাব

১০৭. আমাদের আপনজনদের প্রতি আমাদের স্থায়ী ভালোবাসার ভাবকে কী বলে? (জ্ঞান)
ⓚ আবেগ ● অনুভূতি
ⓖ মনোভাব ⓖ উদাসীনতা

১০৮. কোনো বিষয়, ঘটনা বা মতবাদ সম্পর্কে আমাদের আবেগ ও অনুভূতির ফলশ্রুতিতে আমাদের মনে যে ভাবের সৃষ্টি হয় তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ⓚ আত্মসংযম ⓚ দক্ষতা
ⓖ অপরিণামদর্শিতা ● মনোভাব

১০৯. কোনো বিষয় সম্পর্কে আমাদের মনোভাব কয় ধরনের হতে পারে? (জ্ঞান)
● দুই ⓚ তিন
ⓖ চার ⓖ পাঁচ

১১০. কোন ধরনের মনোভাব সাফল্য ত্বরান্বিত করে? (জ্ঞান)
ⓚ ভাবনিরপেক্ষ মনোভাব
● ইতিবাচক মনোভাব
ⓖ নেতিবাচক মনোভাব
ⓖ আবেগ–অনুভূতিহীন মনোভাব

১১১. কোন ধরনের কর্মকাণ্ড ও মনোভাব সবার কাছে গ্রহণযোগ্য? (জ্ঞান)
ⓚ নেতিবাচক ⓚ ভাবনিরপেক্ষ
● ইতিবাচক ⓖ সমভাবাপন্ন

১১২. কোনো কাজ শুরু করার আগে কোনটি বিবেচনায় আনতে হয়? (জ্ঞান)
● লক্ষ ও উদ্দেশ্য ⓚ অর্থের যোগান
ⓖ কাজের পদ্ধতি ⓖ শ্রমিক যোগান

১১৩. তামিম একজন ব্যবসায়ী। পরপর দুবার ব্যবসায়ে লোকসান হওয়ায় সে ব্যবসা ছেড়ে দেয়। তামিমের মধ্যে নিচের কোনটির অভাব পরিলক্ষিত হয়? (প্রয়োগ)
ⓚ উদাসীনতা ● লক্ষ্যে স্থির না থাকা
ⓖ অলসতা ⓖ পরিকল্পনা

১১৪. টুম্পা একটি কাজ ঠিক করল যে কাজ থেকে সে ফলাফল লাভ করবে কিন্তু তার কাজের ফলাফল আশানুরূপ হলো না। তাই কাজটি সে বাদ দিল। এখানে টুম্পার অসফলতার কারণ কী? (প্রয়োগ)
ⓚ ফলাফলে ভাবনাহীনতা
ⓚ লক্ষ্যে অবিচলতা
● লক্ষ্যে অবিচল না থাকা
ⓖ ফলাফল নিয়ে অতিরিক্ত আশা

১১৫. কোন ব্যক্তিকে কোনো প্রতিষ্ঠান চাকরি দিতে চায় না? (অনুধাবন)
ⓚ যিনি ভদ্রভাবে কথা বলেন
ⓚ যার আচরণ মার্জিত
● যিনি অভদ্রভাবে কথা বলেন
ⓖ যিনি সময়ানুবর্তী

১১৬. কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন ও অধস্তন কর্মীদের সাথে আচরণ কেমন হওয়া উচিত? (জ্ঞান)
ⓚ অমার্জিত ● বিনয়ী
ⓖ স্থূল ⓖ যেমন – তেমন

১১৭. পেশাগত জীবনে কোনো জটিল পরিস্থিতি সামাল দিতে কেমন আচরণ প্রকাশ করা উচিত? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ রেগে যাওয়া
ⓚ ঔদ্ধত্যপূর্ণ
● স্থির মস্তিষ্কে পরিস্থিতির মোকাবিলা
ⓖ বিরক্তি প্রকাশ করা

◘ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

১১৮. ব্যক্তিগত আচরণ হলো আমাদের– (অনুধাবন)
i. আবেগের বহিঃপ্রকাশ
ii. অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ
iii. মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১১৯. মন্দ ব্যক্তির ব্যক্তিগত আচরণ আমাদেরকে– (অনুধাবন)
i. স্বস্তি দেয় না
ii. বিরক্তির উদ্রেক ঘটায়
iii. আনন্দ দান করে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১২০. ক্যারিয়ার শুরুর পূর্ব থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত আচরণ হওয়া উচিত– (অনুধাবন)

i. মার্জিত
ii. অনমনীয়
iii. উপযুক্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২১. আমাদের আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়– (অনুধাবন)
i. মন–মানসিকতা
ii. অভ্যাস
iii. বদভ্যাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১২২. পেশাগত জীবনে যে আচরণ গঠন করতে হবে– (অনুধাবন)
i. বিনয়ী হতে হবে
ii. নম্র–ভদ্র হতে হবে
iii. পরিচ্ছন্ন হতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১২৩. আবেগ হলো কোনোকিছুর প্রতি আমাদের– (অনুধাবন)
i. ভালোলাগার বহিঃপ্রকাশ
ii. মন্দ লাগার বহিঃপ্রকাশ
iii. মনোভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৪. আবেগ আমাদের চারপাশের মানুষের সাথে– (অনুধাবন)
i. সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে
ii. সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণ করে
iii. মিথষ্ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৫. আবেগের স্থায়িত্ব বেশি হয়ে থাকে – (অনুধাবন)
i. বাস্তব জীবনের সাথে
ii. সামাজিকতার সাথে
iii. সময়ের সাথে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৬. কোনো বিষয়, ঘটনা বা মতবাদ সম্পর্কে আমাদের মনে অনুভূতিমূলক ভাবের সৃষ্টি হয়– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. আবেগের ফলশ্রুতিতে
ii. অনুভূতির ফলশ্রুতিতে
iii. আইনের ফলশ্রুতিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৭. উদ্দেশ্যহীন কাজ নষ্ট করে আমাদের– (অনুধাবন)
i. শ্রম
ii. আবেগ
iii. সময়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৮. কর্মক্ষেত্রে মার্জিত আচরণের পরিপন্থী– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. জনসম্মুখে ব্যক্তিগত কাজ করা
ii. বিপরীত জেন্ডারের সহকর্মীদের সাথে স্থূল আচরণ
iii. ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন সহকর্মীদের সাথে বিনয়ী হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৯. তাঈব মার্জিত আচরণের অধিকারী। সে কর্মক্ষেত্রে– (প্রয়োগ)
i. শুধু কাজে লাগবে এমন ব্যক্তির সাথে আন্তরিক
ii. ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের শ্রদ্ধা করে
iii. সবার সামনে ব্যক্তিগত কাজ করে না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

◘ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৩০ ও ১৩১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
তিশা সহকর্মী শাওনকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে। তারা একে অপরকে কোনোভাবেই সাহায্য–সহযোগিতা করে না। কিন্তু অফিসের অন্যদের সাথে তিশার সম্পর্ক মোটামুটি ভালো।

১৩০. অনুচ্ছেদে তিশার কোন আচরণের প্রতিফলন দেখা যায়? (প্রয়োগ)
ক পারিবারিক আচরণ খ সামাজিক আচরণ
● ব্যক্তিগত আচরণ ঘ দলগত আচরণ

১৩১. উক্ত আচরণটি হলো– (অনুধাবন)
i. মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ
ii. সহনশীলতার বহিঃপ্রকাশ
iii. আবেগের বহিঃপ্রকাশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৩২ ও ১৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
কাশেম আলী একটি কারখানায় কাজ করেন যেখানে তার আওতায় ১০ জন শ্রমিক কাজ করে। সকল শ্রমিককে তিনি সবসময় উৎসাহিত করেন। এ কারণে তার সেক্টরে উৎপাদন অনেক বেশি হয়।

১৩২. অনুচ্ছেদে কাশেম আলীর আচরণে কোনটি লক্ষণীয়? (প্রয়োগ)
● ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি খ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি
গ অক্লান্ত প্রচেষ্টা ঘ মূল্যবোধ

১৩৩. উক্ত আচরণ কাশেম আলীকে সহায়তা করবে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. কর্মক্ষেত্রে সফলতা আনয়নে
ii. আওতাভুক্ত সকলকে ভালো কাজ করাতে
iii. বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও সমস্যার সমাধানে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৩৪ ও ১৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ইউনুছ দুই বছর আগে অনার্স শেষ করেছে কিন্তু এখনও চাকরি পায়নি। তাই সে তার সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টা করছে। সে

এখন প্রতিদিনই পুরাতন অভ্যাসগুলো বদলাতে চেষ্টা করে। তাই সে অতীতের সকল পরীক্ষা ও যাচাই পরীক্ষার ভুল সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। ফলাফলের আশা না করে ইউনুছ বর্তমানে সফল হওয়ার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করছে।

১৩৪. অনুচ্ছেদে ইউনুছ কয়টি বিষয়ের প্রতি আত্মসচেতন হয়েছে? (প্রয়োগ)
ক ১ ● ৪
গ ৫ ঘ ৬

১৩৫. ফলাফলের দিকে না তাকিয়ে ইউনুছের ক্রমাগত চেষ্টা করাকে কী বলা যায়? (প্রয়োগ)
● লক্ষ্যে অবিচল থাকা
খ কোনোকিছুকে ভয় না পাওয়া
গ নতুন মানুষ হওয়ার চেষ্টা করা
ঘ কাজের ফলাফল পছন্দ না করা

কর্মে সফলতায় মূল্যবোধ

◘ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

১৩৬. আলবার্ট আইনস্টাইন কে? (জ্ঞান)
● বিজ্ঞানী খ অর্থনীতিবিদ
গ রাজনীতিবিদ ঘ সমাজবিজ্ঞানী

১৩৭. কর্মৰেত্রে আমাদের কীভাবে কাজ করতে হয়? (জ্ঞান)
ক এককভাবে ● দলীয়ভাবে
গ সামাজিকভাবে ঘ সামাগ্রিকভাবে

১৩৮. আমরা কাদের সাথে দলগতভাবে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি? (অনুধাবন)
ক যারা পারদর্শী
● যাদের প্রতি আমরা আস্থাশীল
গ যারা অলস
ঘ যারা দৰ ও মূল্যবোধহীন

১৩৯. আরিফ জাহিদের বন্ধু। আরিফের সাথে জাহিদের বন্ধুত্ব হওয়ার কারণ কী? (প্রয়োগ)
● বিশ্বাস খ অভিপ্রায়
গ সুযোগ–সুবিধা গ্রহণ ঘ সৌন্দর্য

১৪০. চাকরির নিয়োগকর্তাদের যাচাই–বাছাইয়ের ৰেত্রে একজন চাকরি প্রার্থীর কোনটি বড় ভূমিকা পালন করে? (জ্ঞান)
ক উচ্ছৃঙ্খলতা ● সততা
গ দৰতা ঘ পারদর্শিতা

১৪১. মজু মিয়া গ্রাম্য পাট ব্যবসায়ী। সে অনেকের কাছ থেকে পাট ক্রয় করে তা আত্মসাৎ করেছে। এখন তার সাথে কেউ লেনদেন করতে চায় না, এখানে মজু মিয়ার মূল্যবোধের কোন দিকটি লৰ্যণীয়? (প্রয়োগ)
ক আস্থাশীলতা খ নিয়মানুবর্তিতা
গ সমায়ানুবর্তিতা ● অসততা

১৪২. প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে আবশ্যকভাবে কর্মীরা কী মেনে চলে? (উচ্চতর দৰতা)
● নিয়মকানুন খ রাষ্ট্রীয় আইন
গ অধস্তনদের কথা ঘ সহকর্মীদের নির্দেশ

১৪৩. সময়ের কাজ সময়ে করাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক নিয়মানুবর্তিতা খ সহমর্মিতা
● সময়ানুবর্তিতা ঘ শৃঙ্খলাবদ্ধতা

১৪৪. কর্মৰেত্রে যদি কোনো দলের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও বিশ্বাস না থাকে তাহলে যেস দল কোন ধরনের কর্ম সম্পাদন করতে অৰম হয়? (উচ্চতর দৰতা)
● সৃজনশীল খ স্বাভাবিক
গ ব্যক্তিগত ঘ সামগ্রিক

১৪৫. আলবার্ট আইনস্টাইন তার ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন কোন পদে? (জ্ঞান)
ক অফিসার খ অফিস সহকারী
গ ব্যবস্থাপক ● কেরানি

১৪৬. "Try not to become a man of success but try to become a man of value" –উক্তিটি কার? (জ্ঞান)
● আইনস্টাইন খ নিউটন
গ রাদারফোর্ড ঘ নিউম্যান

১৪৭. বিজ্ঞানী আইনস্টাইন সফলতার পেছনে না দৌড়িয়ে কী অর্জন করতে বলেছেন? (জ্ঞান)
ক দক্ষতা খ যোগ্যতা
● মূল্যবোধ ঘ দৃষ্টিভঙ্গি

১৪৮. প্রকৃত কর্মে সফলতা এনে দিতে কোনটি সাহায্য করে? (জ্ঞান)
ক পরমতসহিষ্ণুতা খ গণতান্ত্রিক মনোভাব
গ ব্যক্তিস্বাধীনতা ● মূল্যবোধ

১৪৯. নিচের কোনটি উন্নত মূল্যবোধের অংশ? (জ্ঞান)
ক স্বেচ্ছাচার খ উচ্ছৃঙ্খলতা
গ স্বনির্ভরতা ● সততা

১৫০. নিচের কোনটি লালন শাহ্ এর গান? (জ্ঞান)
ক ধন ধানে পুষ্পেভরা ● সময় গেলে সাধন হবে না
গ ওঠ পুরবাসী ঘ আমার সোনার বাংলা

১৫১. কোনটি জীবনে সফলতা আনয়নের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ? (অনুধাবন)
● সময়ানুবর্তিতা খ আস্থা
গ নির্ভরশীলতা ঘ সহমর্মিতা

◘ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

১৫২. মূল্যবোধের আওতাভুক্ত হলো– (অনুধাবন)
i. নির্ভরশীলতা ও আস্থা
ii. সততা
iii. দক্ষতা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৩. রফিক একজন উন্নত মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তি। তার মধ্যে বিদ্যমান (প্রয়োগ)
i. নিয়মানুবর্তিতা
ii. আস্থাহীনতা
iii. শৃঙ্খলাবদ্ধতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৪. কর্মৰেত্রে খুবই জরুরি– (অনুধাবন)
i. পারস্পরিক সহমর্মিতা
ii. পারস্পরিক বিশৃঙ্খলা
iii. পারস্পরিক বিশ্বাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৫. কর্মক্ষেত্রে সবাই তাদের সাথেই দল গঠন করতে চায় যারা – (অনুধাবন)
i. দক্ষ
ii. আনাড়ি
iii. মূল্যবোধে উন্নত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৬. যে ক্ষেত্রে সততার মূল্য অপরিসীম – (অনুধাবন)
i. ব্যক্তিজীবনে
ii. সমাজজীবনে
iii. কর্মক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৫৭. উন্নত মূল্যবোধের পরিচায়ক – (উচ্চতর দক্ষতা)
i. নিয়মানুবর্তিতা
ii. শৃঙ্খলাবোধ
iii. কর্মে সৰমতা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৮. পেশাগত জীবনে ভালো করার জন্য প্রয়োজন– (অনুধাবন)
i. উচ্চ শিৰিত হওয়া
ii. ভদ্র হওয়া
iii. আচরণে সংযত হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৯. ব্যক্তি আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়– (অনুধাবন)
i. মন–মানসিকতা
ii. অভ্যাস
iii. বদ অভ্যাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৬০. কর্মৰেত্রে আমরা তাদের ওপর কোনো কাজের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি যারা– (অনুধাবন)
i. মূল্যবোধে উন্নত
ii. যারা দৰ
iii. যারা সময়ানুবর্তী নয়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

◘ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৬১ ও ১৬২ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
ক্যারিয়ার শিক্ষা ক্লাসে শ্রেণিশিক্ষক ছাত্রদের বললেন, 'তোমরা নিজের প্রতি সবসময় নির্ভরশীল ও আস্থাশীল হবে। সবসময় সৎ থাকবে এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখবে। তাহলে সফল হতে পারবে।' তিনি ক্লাস শেষে বিখ্যাত এক ব্যাক্তির উক্তি দিয়ে বলেন যে, 'Try not to become a man of success but try to become a man of value'.

১৬১. অনুচ্ছেদে শ্রেণিশিক্ষক কোন বিষয়টির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন? (প্রয়োগ)
ক আদর্শ খ সংযম
● মূল্যবোধ ঘ মনোভাব

১৬২. সফলতার জন্য শ্রেণিশিক্ষকের উপদেশবাণীগুলো ছাড়াও আর যে বিষয়গুলো প্রয়োজন– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. অন্যের কাজের প্রশংসা করা
ii. নিয়মানুবর্তী হওয়া
iii. পারস্পরিক সহমর্মিতা ও বিশ্বাস বজায় রাখা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

ক্যারিয়ার গঠনে ব্যক্তিগত আচরণ

◘ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

১৬৩. ক্যারিয়ার গঠনের ৰেত্রে ব্যক্তির সবচেয়ে গুরবত্বপূর্ণ বিষয় কী? (জ্ঞান)
ক কঠোর প্রচেষ্টা খ স্থূল আচরণ
গ বিমর্ষতা ● ব্যক্তিগত আচরণ

১৬৪. ব্যক্তির ভেতরে কী আছে তা প্রকাশ পাওয়ার মাধ্যম কী? (জ্ঞান)
ক সমাজ খ পরিবার
গ সঙ্গীর আচরণ ● ব্যক্তির আচরণ

১৬৫. কোনো মানুষ সৎ না অসৎ তা আমরা কীভাবে বুঝি? (জ্ঞান)
ক পরিস্থিতি বিচারে খ স্থানভেদ বিচারে
গ কার্যক্রম পর্যবেৰণ করে ● আচরণ পর্যবেৰণ করে

১৬৬. কোন ধরনের মানুষকে আমরা কেউ পছন্দ করি না? (জ্ঞান)
ক আন্তরিক ● বদমেজাজি
গ সাদাসিধা ঘ বিনয়ী

১৬৭. কোন ব্যক্তিকে কোনো প্রতিষ্ঠান চাকরি দিতে চায় না? (অনুধাবন)
ক যিনি ভদ্রভাবে কথা বলেন খ যার আচরণ মার্জিত
● যিনি অভদ্রভাবে কথা বলেন ঘ যিনি সময়ানুবর্তী

১৬৮. পেশাগত জীবনে কোনো জটিল পরিস্থিতি সামাল দিতে কেমন আচরণ করা উচিত। (উচ্চতর দৰতা)
ক রেগে যাওয়া
খ ঔদ্ধতাপূর্ণ
● স্থির মস্তিস্কে পরিস্থিতির মোকাবিলা
ঘ বিরক্তি প্রকাশ করা

◘ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

১৬৯. মন্দ ব্যক্তির ব্যক্তিগত আচরণ আমাদেকেরকে– (অনুধাবন)
i. স্বস্তি দেয় না
ii. বিরক্তির উদ্রেক ঘটায়
iii. আনন্দ দান করে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭০. ক্যারিয়ার শুরবর পূর্ব থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত আচরণ হওয়া উচিত– (অনুধাবন)
i. মার্জিত

ii. অনমনীয়
iii. উপযুক্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭১. আমাদের আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়– (অনুধাবন)
i. মন– মানসিকতা
ii. অভ্যাস
iii. বদভ্যাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৭২. পেশাগত জীবনে যে আচরণ গঠন করতে হবে– (অনুধাবন)
i. বিনয়ী হতে হবে
ii. নম্র–ভদ্র হতে হবে
iii. পরিচ্ছন্ন হতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৭৩. কর্মৰেত্রে মার্জিত আচরণের পরিপন্থী– (উচ্চতর দৰতা)
i. জনসম্মুখে ব্যক্তিগত কাজ করা
ii. বিপরীত জেন্ডারের সহকর্মীদের সাথে স্থূল আচরণ
iii. ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন সহকর্মীদের সাথে বিনয়ী হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭৪. তাঈব মার্জিত আচরণের অধিকারী। সে কর্মৰেত্রে– (প্রয়োগ)
i. শুধু কাজে লাগবে এমন ব্যক্তির সাথে আন্তরিক
ii. ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের শ্রদ্ধা করে
iii. সবার সামনে ব্যক্তিগত কাজ করে না?
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

◘ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৭৫ ও ১৭৬ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
'বই বিতান' নামক বই বিক্রয় কেন্দ্রে রমিজ বই বিক্রয় করে। বই বিক্রয় কেন্দ্রের মালিক পূর্বে আরও একজন কর্মী রেখেছিলেন যে ক্রেতাদের সাথে বিনয়ের সাথে কথা বলতো না বা প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করতো না। বর্তমানে রমিজের তত্ত্বাবধানে বই বিক্রয় ভালোই চলছে।

১৭৫. বই বিতান এর পূর্বের কর্মী ছাঁটাই করার পেছনে প্রধান কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক মালিকের ইচ্ছা ● কর্মীর ব্যক্তিগত আচরণ
গ কর্মীর অদক্ষতা ঘ রমিজের সংযোগ স্থাপন

১৭৬. উদ্দীপকের আলোকে 'বই বিতান' এর পূর্বের কর্মীর আচরণ– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. তার ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে হুমকিস্বরূ প
ii. অস্বস্তিকর
iii. ক্রেতাদের নিকট প্রত্যাশিত
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৭৭ ও ১৭৮ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
তুহিন বিনয়ী, নম্র, ভদ্র একজন সমাজকর্মী। সে 'প্রত্যয়' নামক একটি সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে। অফিসে সে কখনো ব্যক্তিগত কাজ করে না এবং সবার সাথে অনেক আন্তরিক ব্যবহার করে।

১৭৭. উদ্দীপকে তুহিনের মধ্যে কোন আচরণ প্রকাশ পাচ্ছে? (প্রয়োগ)
ক সামাজিক আচরণ খ দলগত আচরণ
● ব্যক্তিগত আচরণ ঘ গোষ্ঠীনির্ভর আচরণ

১৭৮. উক্ত আচরণের ক্ষেত্রে সমাজকর্মী তুহিনের মধ্যে আরও থাকা উচিত – (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সময়ের ব্যাপারে সচেতনতা
ii. নিজের অপারগতা প্রকাশ
iii. বিপরীত জেন্ডারের সহকর্মীদের সাথে সতর্কভাবে আচরণ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন –১ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
নুসরাত জাহান বাংলাদেশের ছোট্ট একটা শহরের মেয়ে। সে লাজুক স্বভাবের এবং কারো দিকে তাকিয়ে কথা বলে না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত একটি কলেজ থেকে সে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স ও মাস্টার্স শেষ করেছে। নুসরাত বেশ বুদ্ধিমতী; সে যা করে তা খুব মনোযোগ দিয়ে করে। সফল হওয়ার জন্য সে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে প্রস্তুত। সে বেশ কয়েকটি চাকরির জন্য আবেদন করেছিল যেগুলোর মধ্যে কয়েকটিতে সে সাৰাৎকার ও লিখিত পরীৰা দিয়েছে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার চাকরি হয়নি। চাকরি না হওয়াতে নুসরাতের মন খারাপ হলেও, ভেঙে পড়েনি। বরং, চাকরি না হওয়ার কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে। নুসরাতের মনে হয়েছে যে, অন্য প্রতিযোগীর তুলনায় ইংরেজি ও কম্পিউটারে সে দুর্বল। তাছাড়া সাৰাৎকারের সময় তার আচরণের একটি দুর্বল দিকও তার মনে পড়ল।

ক. মনোভাব কী?
খ. সততা বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।
গ. সাৰাৎকার দেওয়ার সময় নুসরাতের আচরণের দুর্বল দিকটি বর্ণনা কর।
ঘ. প্রতিযোগিতামূলক পরীৰা দিয়ে চাকরি পাওয়ার ৰেত্রে নুসরাতের দুর্বলতাটি কি সত্যিই একটি দুর্বলতা– বিশেৱষণ কর।

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কোনো বিষয়, ঘটনা বা মতবাদ সম্পর্কে আমাদের আবেগ ও অনুভূতির ফলশ্রুতিতে আমাদের মনে যে ভাবের সৃষ্টি হয় তাই হলো মনোভাব।

খ. সততা উন্নত মূল্যবোধের একটি অংশ। ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে যেমন সততা অমূল্য তেমনি কর্মক্ষেত্রেও এর মূল্য অপরিসীম। সবাই সৎ লোকের সহকর্মী হতে চায়। সৎ লোককে সবাই কাজ বা চাকরি দিতে চায়। যারা অসৎ তাদের সবাই ঘৃণা করে। সবাই তাদের দূরে থাকতে চায়। কর্মক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়।

আজকাল, চাকরিদাতাগণ অত্যন্ত সচেতন এবং তারা চাকরি প্রার্থীদের সততার মাত্রা নির্ধারণে বিশেষভাবে দক্ষ। কাজেই কারো মনে যদি অসততা থাকে তবে চাকরিদাতাগণ তা সহজেই বুঝে ফেলেন এবং ঐ চাকরিপ্রার্থী যতই দক্ষ হোক না কেন তাকে চাকরি প্রদানে বিরত থাকেন। ব্যবসার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কেউই অসৎ লোকের সাথে ব্যবসা করতে চায় না।

গ. উদ্দীপকে সাক্ষাৎকারের সময় নুসরাতের আচরণের যে দুর্বল দিকটি ফুটে উঠেছিল তা হলো– সে কথা বলার সময় বক্তার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারে না। যেকোনো চাকরির সাক্ষাৎকারের সময় চোখে চোখ রেখে কথা বলা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এর মাধ্যমে কোনো বক্তব্য শোনার সময় বক্তার মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়। আমাদের দেশে গুরুজনদের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা বা কথা শোনাকে অনেকেই অভদ্রতা বলে মনে করে থাকেন। কিন্তু, কোনোকিছু মনোযোগ দিয়ে শোনার ক্ষেত্রে চোখের মাধ্যমে যোগাযোগ খুবই গরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে লাজুক স্বভাবের হলে চলে না। শ্রোতা বক্তার চোখের দিকে তাকিয়ে অনেক কিছুই অনুমান করতে পারেন। বিষয়বস্তুর গভীরে গিয়ে মানসিক যোগাযোগ তৈরি করতে পারেন। ফলে, বক্তার কথা শোনা অনেক অর্থবহ হয়। আর চাকরি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম কিছু হলে চাকরি পেতে অসুবিধা হয়।

উদ্দীপকে নুসরাত চাকরির সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় বক্তার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে ব্যর্থ হয়। এতে তার লাজুক স্বভাবটারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে। যে স্বভাবটি তার চাকরি পেতে অনেকটাই বাধাগ্রস্ত করেছে।

তাই আলোচনা থেকে বলা যায় যে, উদ্দীপকে নুসরাতের মধ্যে সাক্ষাৎকারের সময় 'চোখের দিকে না তাকিয়ে কথা বলার' দুর্বলতার প্রকাশ পেয়েছে। তাই চাকরির ক্ষেত্রে উক্ত দুর্বলতার বিষয়টি পরিহার করা উচিত।

ঘ. উদ্দীপকে পরিলক্ষিত হয়, নুসরাতের যে বিষয়ে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে তা হলো সে অন্য প্রতিযোগীর তুলনায় ইংরেজি ও কম্পিউটারে দুর্বল। কিন্তু এ দুর্বলতা আসলে কোনো দুর্বলতা নয়। নুসরাত এ দুর্বলতা দূর করতে পারে। এ ধরনের দুর্বলতা দূর করার জন্য দরকার অধ্যবসায়। এছাড়াও লক্ষ্যে অবিচল থাকা বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা জীবনের নানা ক্ষেত্রে আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং ব্যক্তি যেমন ফলাফল চায় সে অনুযায়ী তাকে কাজগুলো সাজাতে হয়। কিন্তু আগে থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট ফল আশা করার মানেই হচ্ছে সেই ফল কোনো কারণে না পেলে তা থেকে হতাশায় ভোগা। নিজের সর্বোচ্চ ফলাফল নিয়ে চিন্তা করলে চলবে না। যদি একবারে সফলতা না আসে তবে বারবার চেষ্টা করতে হবে।

এছাড়াও অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়ার বিষয়টিও তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা অতীতের ভুলগুলোর মধ্যেই বিদ্যমান থাকে কাজের ফলাফল। তাই অতীতের যেসব কাজে ব্যক্তি অসফল হয়। তার উচিত এসব অসফল চেষ্টার মূল সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সে সমস্যাগুলো থেকে পরিত্রাণ লাভ করা।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নুসরাত বেশ কয়েকটি চাকরির আবেদন করেছে যেখানে তার চাকরি হয়নি। সে এ পরিস্থিতিতে ভেঙে পড়েনি বরং চাকরি না হওয়ার কারণগুলোর মধ্যে চিহ্নিত উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো বিদ্যমান। সাধারণ চাকরি কিংবা অন্যান্য যেকোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এ ধরনের মনোভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকে নুসরাতের দুর্বলতাটি কোনো মারাত্মক দুর্বলতা নয় এবং এ দুর্বলতা থেকে বের হওয়ার জন্য বিভিন্ন পন্থা বিদ্যমান।

অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন –২ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

তানভীর একদিন দুটি পানির পাত্র একটি নল দিয়ে সংযুক্ত করল। একটি পাত্রে পানি বেশি দিলে সে দেখে তা অন্য পাত্রে সরবরাহ হচ্ছে। এমতাবস্থায় সে নলটি খুলে নিল। এখন সে প্রত্যৰ করল, কোনোভাবেই একটি পাত্র থেকে অন্য পাত্রে পানি সরবরাহ হচ্ছে না এবং একটি অপরটির কাছে আসছে না। এরূ প অবস্থাকে তানভীর মানবজীবনের একটি বিশেষ দিকের সাথে তুলনা করল, যে ৰেত্রেও মানুষকে পাত্রের সাথে তুলনা করা যায়। আর এ বিশেষ দিকটি ক্যারিয়ারের সফলতার ৰেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখে।

ক. সহপাঠীর সঙ্গে কোন ধরনের সংযোগ স্থাপিত হয়? ১

খ. কর্মৰেত্রে মূল্যবোধ হিসেবে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবদ্ধতার গুরবত্ব ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে তানভীর যে ঘটনা সংঘটন করেছে তা মানবজীবনের কোন বিশেষ দিক নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে উদ্দীপকের শেষোক্ত বক্তব্যটির যথার্থতা বিশেৱষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সহপাঠীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সংযোগ স্থাপিত হয়।

খ. কর্মৰেত্রে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবদ্ধতা হলো কাজের নিয়মনীতি ও শৃঙ্খলার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করা। কর্মৰেত্রে এ মূল্যবোধের গুরৰত্ব অনেক। নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবদ্ধতা উন্নত মূল্যবোধের পরিচায়ক। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট কিছু নিয়মকানুন থাকে। কর্মৰেত্রে সফল হওয়ার ৰেত্রে এসব নিয়মকানুন মেনে চলা আবশ্যক। কর্মৰেত্রে সবাই দলগতভাবে একটা কাজ করে। একজন যদি সময়মতো কর্ম সম্পাদন না করে, তাহলে সবাই বিপদে পড়তে পারে। এছাড়া সময়মতো অফিসে যাওয়া আসা, সময়মতো প্রতিটি কাজ শেষ করা অত্যন্ত গুরৰত্বপূর্ণ।

গ. উদ্দীপকে তানভীর যে ঘটনা সংঘটিত করেছে তা মানবজীবনে সংযোগ স্থাপনকে নির্দেশ করে। সংযোগ স্থাপন মূলত যোগাযোগ স্থাপনকে নির্দেশ করে। শুধু যোগাযোগ স্থাপন করলেই এটি টিকে থাকে না বরং সংযোগ টিকিয়ে রাখার জন্য নিয়মিত যোগাযোগ রৰা করতে হয়। আমরা বিভিন্নভাবে মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপন ও তা রৰা করে থাকি। যেমন– ব্যক্তিগতভাবে, পেশাগতভাবে কিংবা সামাজিক সংযোগ স্থাপন। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে সকল মানুষ একত্রে বসবাস করে। এ মানুষেরা একে অপরের সাথে প্রত্যৰ বা পরোৰভাবে যুক্ত এবং অদৃশ্য এক মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ। আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রয়োজনে একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপন করি। আর এ সংযোগ স্থাপনের পর উক্ত ব্যক্তির সাথে যদি যোগাযোগ রৰা না করি তাহলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হতে পারে। ঠিক এরূ প, উদ্দীপকে তানভীর যে ঘটনাটি ঘটিয়েছে তাতে ফুটে উঠেছে। কেননা এখানে দেখা যায় তানভীর দুটি পাত্রকে একটি নলের দ্বারা সংযুক্ত করেছে, যা সংযোগ স্থাপনকে নির্দেশ করছে এবং এক পাত্রে পানি দিলে অন্য পাত্রে যে পানি সরবরাহ হচ্ছে এটি যোগাযোগ রৰাকে নির্দেশ করছে। আর যখন দুটি পাত্র থেকে নল বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে তখন একটি পাত্র অন্যটির কোনো কাজে আসছে না। অর্থাৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ব্যক্তিপর্যায়ে আমরা অন্যকে ভুলে যাই বা একে অন্যের কাজে আসিনা।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে তানভীরের সংঘটিত ঘটনাটি সংযোগ স্থাপনকে নির্দেশ করছে ।

ঘ. উদ্দীপকে যে বিষয়টির ইঙ্গিত করা হয়েছে তা হলো সংযোগ স্থাপন। আর উদ্দীপকের শেষোক্ত বক্তব্য হলো এটি ক্যারিয়ারের সফলতার ৰেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখে। এ বক্তব্যটি যথার্থ। কারণ সব কাজের ৰেত্রেই সংযোগ স্থাপন অত্যন্ত জরৰরি। পরস্পর সংযোগহীন কোনো কাজে সফলতা আসে না। ক্যারিয়ার, পেশা বা জীবনে সাফল্যের জন্য অবশ্যই বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হয়। এছাড়া বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন ভালো চাকরি অভ্যন্তরীণভাবে হয়ে থাকে যেখানে বিজ্ঞাপন না দিয়ে পরিচিত প্রার্থীদের সাৰাৎকার নেওয়া হয় বা নিয়োগ দেওয়া হয়। তাই বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাথে পরিচিত হওয়া এবং সবসময় যোগাযোগ রৰা করা বেশ জরৰরি। উদ্দীপকেও দেখা যায় তানভীর যে ঘটনাটি সংঘটিত করেছে তা এরূ প বিষয়কেই নির্দেশ করে।

সে দুটি পাত্রে পানি দিয়ে পাত্র দুটিকে একটি নল দিয়ে সংযুক্ত করে। একটি পাত্রে বেশি পানি দিয়ে সে দেখল অন্য পাত্রে সে পানি সরবরাহ হচ্ছে। কিন্তু নলটি খুলে ফেললে এক পাত্রের পানি অন্য পাত্রে কোনোভাবেই সরবরাহ হচ্ছিল না। সংযোগ স্থাপনও ঠিক এরূ প। মানুষের সাথে যোগাযোগ রৰিত না হলে ক্যারিয়ারের ৰেত্রে বাধা আসে।

তাই ক্যারিয়ারের সফলতা কিংবা সামাজিক স্বার্থে ব্যক্তিকে মিশুক প্রকৃতির হওয়া উচিত। যে কেউ যেকোনো সময় সাফল্যের অগ্রদূত হিসেবে কাজ করতে পারে। অর্থাৎ উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটুকু প্রতীয়মান হয় যে, সংযোগ স্থাপন মানুষের জীবনে খুবই গুরৰত্বপূর্ণ একটি দিক এবং এটি ক্যারিয়ারের সফলতার ৰেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখে।

প্রশ্ন –৩ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

'পূর্বাশা' নামক NGO–এর জন্মবার্ষিকী উপলৰে এ প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। এ প্রতিষ্ঠানে নতুন চাকরিপ্রাপ্ত জনাব শিমুল হোসেন বক্তৃতাটি খুবই মনোযোগ সহকারে শুনলেন এবং শিৰণীয় বিষয়সমূহ চিহ্নিত করলেন। প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যানের দেওয়া বক্তব্যটি শিমুলসহ অন্য সবার কাজের ৰেত্রে অনুপ্রেরণামূলক ছিল এবং উপস্থিত সকলে এ বক্তব্য থেকে কর্মস্পৃহা লাভ করলেন।

ক. আবেগ কী? ১

খ. নেতিবাচক মনোভাবের ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে জনাব শিমুল হোসেনের মধ্যে কোন গুণটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব শিমুল হোসেনের এ গুণটি কি কর্মৰেত্রে সফল হওয়ার জন্য জরৰরি? মতের পৰে যুক্তি দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কোনোকিছুর প্রতি আমাদের যে ভালোলাগা বা মন্দলাগা তার বহিঃপ্রকাশই হলো আবেগ।

খ. কোনো বিষয়, ঘটনা বা মতবাদ সম্পর্কে ব্যক্তির আবেগ ও অনুভূতির ফলশ্রুতিতে তার মনে যে বিরূ প ভাবের সৃষ্টি হয় তাকে নেতিবাচক মনোভাব বলে। নেতিবাচক মনোভাব মূলত ব্যক্তির একটি ব্যক্তিগত আচরণ। এ ধরনের মনোভাব ব্যক্তির সাফল্যের

ৰেত্রে হুমকিস্বরূপ। এটি ব্যক্তির সাফল্যকে বাধাগ্রস্ত করে। কোনো কাজে খুব দ্রুত সফলতার নিদর্শন দেখা দিলেও কর্তার মনোভাব যদি নেতিবাচক হয় তাহলে সে কাজে সফলতা আসতে দেরি হয়। মানুষের মধ্যে এ ধরনের মনোভাবকেই নেতিবাচক মনোভাব বলে আখ্যায়িত করা হয়।

গ. উদ্দীপকে জনাব শিমুল হোসেনের মধ্যে যে গুণটি ফুটে উঠেছে তা হলো ভালো শ্রোতা। সাধারণত যে শ্রোতা বক্তার বক্তব্য শোনার ৰেত্রে যথেষ্ট মনোযোগী তিনিই ভালো শ্রোতা। বক্তা যখন কথা বলে তখন শ্রোতা অন্যদের সাথে কথা বলা থেকে বিরত তাকে। বক্তার বক্তব্য শুনে ভালো শ্রোতা প্রধান শব্দসমূহ মনে গেঁথে নেন এবং কোনো বিষয় সম্পর্কে শ্রোতা না বুঝতে পারলে বক্তাকে যৌক্তিক প্রশ্ন করেন। ভালো শ্রোতা বক্তার চোখে চোখ রেখে বক্তব্য শোনে ও অভিব্যক্তি বোঝার চেষ্টা করেন এবং বক্তব্যের প্রেৰাপট বোঝার চেষ্টা করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, শিমুল হোসেনের মধ্যে এ বিষয়গুলো পুরোপুরি না হলেও যথেষ্ট বিদ্যমান। কেননা তিনি 'পূর্বাশা' নামক NGO–এর চেয়ারম্যানের বক্তৃতা মনোযোগ সহকারে শুনেছেন। শিৰণীয় বিষয়সমূহ চিহ্নিত করেছেন। বক্তার বক্তব্যের সময় অন্য কারো সাথে কথা বলেননি বরং বক্তার চোখে চোখ রেখে সঠিকভাবে বক্তব্য অনুধাবন করেছেন। এসব কারণে জনাব শিমুল হোসেনকে একজন ভালো শ্রোতা বলা যায়।

ঘ. উদ্দীপকে জনাব শিমুল হোসেনের মধ্যে উক্ত গুণ অর্থাৎ ভালো শ্রোতার যে গুণাবলি বিদ্যমান তা কর্মৰেত্রে সফল হওয়ার জন্য খুবই জরুরি। কেননা একজন ভালো শ্রোতা মনোযোগ দিয়ে বক্তার বক্তব্য শোনে। বক্তব্য শোনার সময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে না বা অন্য কিছু ভাবে না বরং বেশিরভাগ সময় বক্তার চোখে চোখ রেখে বক্তব্য শোনে। একজন ভালো শ্রোতা অন্যের কথা বলার সময় নিজে কথা বলে না; সময় ও সুযোগ বুঝে অন্যের কথা বলা শেষ হলে নিজের মন্তব্য পেশ করে এবং কারও কথা বলার সময় অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উপস্থাপন না করে যৌক্তিকভাবে ভাব বিনিময়গত মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে বক্তাকে বিষয়বস্তুর মধ্যে থাকতে সাহায্য করেন। উদ্দীপকের শিমুলের মধ্যে এ বিষয়গুলো পুরোপুরি না থাকলেও যথেষ্ট বিদ্যমান। এ কারণে তাকে একজন ভালো শ্রোতা বলা যায়। আর ভালো শ্রোতা হওয়ার কারণেই সে বক্তৃতার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী কাজের অনুপ্রেরণা ও কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি করেছেন। শিমুলের দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায়, এ গুণটি কোনো ব্যক্তির মধ্যে থাকলে সে ব্যক্তি কর্মৰেত্রে খুবই অল্প সময়ের মধ্যেই সফলতা অর্জন করতে পারবে। ভালো শ্রোতা বক্তার কথা যদি ভালোভাবে শোনে অর্থাৎ কর্মৰেত্রে যদি বিভিন্ন নির্দেশনা ও করণীয় সম্পর্কে আলোচনা মনোযোগ সহকারে শোনে তাহলে সে ভালোভাবেই সবকিছু আয়ত্ত করতে পারবে। এতে খুব দ্রুত কর্মৰেত্রে সে করণীয় কাজ সম্পাদন করতে পারবে এবং সফল হতে পারবে।

তাই বলা যায় যে, কর্মৰেত্রে সফল হওয়ার ৰেত্রে ভালো শ্রোতার গুণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

প্রশ্ন –৪ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

তন্ময়ের দাদু রেডিওতে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা শুনেছেন। এ প্রসঙ্গে তন্ময়কে বলার সময় তিনি উল্লেখ করেন যে, স্বাধীনতার ঘোষণা শোনার সময় তিনি পরিকল্পনা করে নিয়েছিলেন। যেহেতু এটি জাতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য। তাই এ বক্তব্য থেকে তিনি প্রধান বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে শুনবেন। এ বাণী বাঙালি জাতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কিত বক্তব্যসমূহ ভালোভাবে অনুধাবন করতে রেডিওতে প্রচারিত ঘোষণার প্রতি মনোনিবেশ করেন।

ক. অনুভূতি কী? ১
খ. লৰ্যে অবিচল থাকা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে তন্ময়ের দাদু কিসের কৌশল অনুসরণ করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত বিষয়ের ৰেত্রে তন্ময়ের দাদুর কৌশলগুলো কি যথেষ্ট? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কোনো বিষয়, ঘটনা আমাদের মনের গভীরে বা হৃদয়ের গহিনে যে ভাব তৈরি করে তাই হলো অনুভূতি।

খ. লৰ্যে অবিচল থাকা বলতে কোনো নির্দিষ্ট লৰ্য পূরণ করার জন্য যতই বাধা বা হতাশা আসুক না কেন, কোনোকিছুকেই তোয়াক্কা না করে নিজের উদ্দেশ্য বা লৰ্য পূরণ করা বা পূরণের চেষ্টা করা বোঝায়। সাধারণত জীবনের নানা ৰেত্রে আমাদের অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং ফলাফল অনুযায়ী কাজ করতে হয়। লৰ্যে পৌঁছতে ফল না ভেবে নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টাটুকু করা উচিত। আগে থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট ফল আশা করা মানে সেই ফল কোনো কারণে না পেলে তা থেকে হতাশায় ভোগা। যদি সফলতা একবারে না আসে তাহলে বার বার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আর এটির নামই লৰ্যে অবিচল থাকা।

গ. উদ্দীপকে তন্ময়ের দাদু ভালো শ্রোতার কৌশল অবলম্বন করেছেন।

ভালো শ্রোতা মানে অন্যের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করা বা শোনা এবং পরবর্তীতে যা শোনা হলো তা নিয়ে ভাবা।

ভালো শ্রোতা হওয়ার কৌশলগুলোর মধ্যে উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা অন্যতম। একজন ভালো শ্রোতা গঠনমূলক কোনো উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা ছাড়া কোনো কথায় কর্ণপাত করেন না। তিনি শোনার আগেই ঠিক করে নেন কী কী তথ্য তার প্রয়োজন এবং কীভাবে সেসব তথ্য সে মনে রাখবে। ভালো শ্রোতা হওয়ার আর একটি গুরৰত্বপূর্ণ কৌশল হলো মনোনিবেশ। অর্থাৎ মনোযোগ সহকারে বক্তব্য শোনার জন্য প্রয়োজনীয় একনিষ্ঠতা।

উদ্দীপকের তন্ময়ের দাদু স্বাধীনতার ঘোষণা শোনার জন্য পূর্বেই পরিকল্পনা করে নিয়েছিলেন। স্বাধীনতার বক্তব্য যেহেতু জাতির জন্য অত্যন্ত গুরৰত্বপূর্ণ তাই এর বিষয়গুলো অনুধাবন করার জন্য তিনি ঘোষণার প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন। আর এ বিষয় দুটি একজন ভালো শ্রোতা হওয়ার উপরিউক্ত কৌশল দুটিকে ইঙ্গিত করে।

সুতরাং বলা যায়, তন্ময়ের দাদু স্বাধীনতার ঘোষণা শোনার ব্যাপারে ভালো শ্রোতা হওয়ার কৌশল অবলম্বন করেছিলেন।

ঘ. উক্ত বিষয়ের ৰেত্রে অর্থাৎ ভালো শ্রোতা হওয়ার কৌশলের ৰেত্রে তন্ময়ের দাদুর কৌশলগুলো যথেষ্ট নয়।

উদ্দীপকে তন্ময়ের দাদুর মধ্যে একজন ভালো শ্রোতার দুটি কৌশল ফুটে উঠেছে। সেগুলো হলো– উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা এবং মনোনিবেশ করা। একজন ভালো শ্রোতা হতে হলে উক্ত কৌশল দুটি ছাড়াও আরও কিছু কৌশল থাকা প্রয়োজন। অন্যথায় কোনো বিষয়ে ভালো শ্রোতা হওয়া সম্ভব হবে না। একজন ভালো শ্রোতা হতে হলে কোনো তত্ত্ব বা বক্তব্য শোনার সময় শারীরিক ও মানসিকভাবে স্থির থাকতে হবে। কেউ যখন কোনো কথা বলে বা বক্তব্য প্রদান করে, তখন অনেকে বিভিন্ন রকম কাজ করে ও চিন্তাভাবনা করে। এমন করলে কোনো কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা যায় না ও ভালো শ্রোতা হওয়া যায় না। একজন ভালো শ্রোতা হতে হলে অবশ্যই চোখের দিকে তাকিয়ে কথা শুনতে হবে ও কথা বলতে হবে। কেউ কথা বলার সময় আমরা যদি কথা বলি তাহলে একদিকে আমরা যেমন কথা ভালোভাবে শুনতে পাই না, তেমনি ভালোভাবে কথা বলতেও পারি না। এতে করে একটি বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কাজেই মনোযোগী বা ভালো শ্রোতা হতে হলে অন্য ব্যক্তির কথা বলার সময় কোনো কথা না বলে মনোযোগ দিয়ে কথা শুনতে হবে ও কথা শেষ হলে তারপর কথা বলতে হবে। একজন ভালো শ্রোতা বক্তার সাথে সময়ের সাথে সাথে যৌক্তিক ভাববিনিময়গত মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে বক্তাকে বিষয়বস্তুর মধ্যে থাকতে সহায়তা করে। তিনি বক্তার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন, যাতে বক্তাও ভালোভাবে কথা বলতে পারেন।

সুতরাং একজন ভালো শ্রোতা হিসেবে উদ্দীপকে তন্ময়ের দাদুর মাঝে যেসব কৌশল দেখা যায় সেগুলো যথেষ্ট নয়। বরং উপরে উলিৱখিত কৌশলসমূহও থাকা একান্ত আবশ্যক।

প্রশ্ন –৫ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ক্যারিয়ার শিৰা ক্লাসে শ্রেণিশিৰক তাজুল ইসলাম শিৰার্থীদের একক কাজ দিলেন। এৰেত্রে তিনি বিষয় নির্ধারণ করে দিলেন। সকল শিৰার্থীর কাজ হলো প্রত্যেক শিৰার্থীকে নির্ধারিত বিষয় সম্পর্কে বক্তব্য দিতে হবে। এৰেত্রে শিৰার্থী কাশেমের বক্তব্য, "এ বিষয়টি সাধারণত আমরা আমাদের ভালোলাগা কিংবা মন্দলাগার বহিঃপ্রকাশ। এটি আমাদের ক্যারিয়ার ও কর্মৰেত্রে অতীব প্রয়োজনীয় একটি বিষয় হিসেবে বিবেচিত।"

ক. 'Try not to be come a man of success, but try to become a man of value'–উক্তিটি কার? ১
খ. কর্মৰেত্রে মূল্যবোধ হিসেবে সময়ানুবর্তিতার গুরৰত্ব ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে শ্রেণিশিৰক তাজুল ইসলাম কী বিষয়ক একক কাজ দিয়েছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত বিষয়টির প্রেৰিতে শিৰার্থী কাশেমের শেষোক্ত বক্তব্যটি যথার্থ? উত্তরের পৰে যুক্তি দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক. 'Try not to be come a man of success, but try to become a man of value'– উক্তিটি আলবার্ট আইনস্টাইনের।

খ. কর্মৰেত্রে সময়ানুবর্তিতা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি মূল্যবোধ। সময়ের কাজ সময়ে করা খুবই জরৰরি। একথার উপলব্ধি রয়েছে প্রবাদ–প্রবচনে; এমনকি লালনের গানে– "সময় গেলে সাধন হবে না।" কর্মৰেত্রে সবাই দলগতভাবে একটি কাজ করে। একজন যদি সময়মতো কর্মসম্পাদন না করে, তাহলে সেজন্য সকলকেই বিপদে পড়তে হয়। এছাড়াও সময়মতো অফিসে যাওয়া কিংবা সময়মতো ব্যবসার কাজ শুরৰ করা অত্যন্ত গুরৰত্বপূর্ণ। সময়মতো প্রতিটি কাজ শেষ করতে পারলে সফলতা অর্জন করা সহজ হয়।

গ. উদ্দীপকে শ্রেণিশিৰক তাজুল ইসলাম শিৰার্থীদেরকে আবেগবিষয়ক বক্তৃতার ওপর একক কাজ দিয়েছিলেন। আবেগ হলো কোনো কিছুর প্রতি আমাদের যে ভালোলাগা বা মন্দলাগা তার বহিঃপ্রকাশ। আবেগ বিভিন্ন রকমের হতে পারে। আমাদের দেশ যে আমরা ভালোবাসি, এটি এক ধরনের আবেগ। আবার কোনো কিছু আমরা খুব পছন্দ করি বা তীব্রভাবে অপছন্দ করি সেটাও এক ধরনের

আবেগ। কোনো বিষয়ের প্রতি যখনই আবেগের সৃষ্টি হয়, তখনই আমাদের সে বিষয়টির প্রতি বা কাজটি করা বা না করার প্রতি আগ্রহটা বেশি জন্মে। মানবজাতি তথা আমাদের স্বকীয়তা টিকিয়ে রাখতে আবেগ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কাশেমের বক্তব্যের প্রথম লাইনে সে বলেছে, "এ বিষয়টি সাধারণত আমরা আমাদের ভালোলাগা কিংবা মন্দলাগার মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকি।" এ থেকে সহজেই বোঝা যায় বিষয়টি আবেগকে ইঙ্গিত করছে। কাশেম ক্যারিয়ার ও কর্মৰেত্রে বিষয়টিতে যে গুরবত্বের কথা প্রকাশ করেছে তার থেকেও প্রমাণ হয় কাশেম মূলত আবেগ সম্পর্কে একক বক্তব্য দিয়েছিলেন।

উপরের আলোচনা থেকে এটি বলা যায় যে, শ্রেণিশিৰক তাজুল ইসলাম শিৰার্থীদেরকে আবেগ সম্পর্কে একক বক্তব্য দিতে বলেছিলেন।

ঘ. আমি মনে করি, উক্ত বিষয় তথা আবেগ আমাদের ক্যারিয়ার ও কর্মৰেত্রে অতীব প্রয়োজনীয় একটি দিক। কর্মৰেত্রে আমাদের দলবদ্ধভাবে কাজ করতে হয়। কর্মৰেত্রে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম সমস্যা সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেটা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সমাধান করতে হয়। সেৰেত্রে আবেগ অতি গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আবেগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সহকর্মীদের সাথে নৈতিক কাজ চালিয়ে যেতে হয়। কোনো অবস্থাতে আবেগের বশবর্তী হয়ে কোনো কাজ সম্পাদন করলে বা কোনো সিদ্ধান্ত নিলে একদিকে যেমন সহকর্মীদের পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্ক বিনষ্ট হয় তেমনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে। বিষয়টি কোনো ব্যক্তির ক্যারিয়ার গঠনে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। আবেগের ইতিবাচক ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মৰেত্রে যেমন সফলতা পাওয়া সম্ভব তেমনি ক্যারিয়ার গঠনেও সহায়ক।

উদ্দীপকে কাশেমের বক্তব্যে কর্মৰেত্রে আবেগ অতীব জরবরি ও গুরবত্বপূর্ণ একটি বিষয় হিসেবে ফুটে উঠেছে। মূলত আবেগ হতে পারে একজন ব্যক্তির ক্যারিয়ার গঠনের অন্যতম সহায়ক মাধ্যম কেননা আমরা যদি আমাদের স্ব স্ব কর্মৰেত্রে অতিমাত্রায় আমাদের দায়িত্বকে ভালোবাসি তা হলে পূর্ণাঙ্গ উদ্যম, দৰতা ও আন্তরিকতা দিয়ে কাজ করতে সমর্থ হব এবং কর্মরত প্রতিষ্ঠান তার লৰ্যে সহজেই পৌঁছতে পারবে।

উপরের আলোচনার প্রেৰিতে বলা যায়, উদ্দীপকের শেষোক্ত বক্তব্যে কাশেমের উক্তিটি অর্থাৎ ক্যারিয়ার গঠনে ও কর্মৰেত্রে আবেগ অতীব গুরবত্বপূর্ণ– কথাটি যথার্থ।

প্রশ্ন –৬ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে মাতৃভাষা আদায় করে নেওয়া দেশ পৃথিবীর ইতিহাসে বাংলাদেশ ছাড়া আর একটিও নেই। তাই রাকিবের মনে ভাষাশহিদদের প্রতি পরম শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসার সৃষ্টি হয় এবং এ শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা রাকিবের মনে স্থায়ীভাবে থেকে যায়। এ প্রেৰিতে রাকিব একুশে ফেব্রবয়ারিতে মাতৃভাষা আন্দোলন সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করে। তবে তৎকালীন পাকিস্তানি আমলে শাসকদের মনোভাব ভাষা আন্দোলনের ৰেত্রে রাকিবের মতো ছিল না।

ক. কর্মে সফলতায় মূল্যবোধ সম্পর্কে আইনস্টাইন কী বলেছেন? ১

খ. আবেগের ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত রাকিবের প্রতিক্রিয়াকেকী বলা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ভাষা শহিদের প্রতি রাকিবের মনে শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসার স্থায়িত্বের মাধ্যমে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে তা ব্যক্তির কর্মৰেত্রে কতটুক গুরবত্বপূর্ণ বলে তুমি মনে কর। তোমার উত্তরের সপৰে যুক্তি দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কর্মে সফলতায় মূল্যবোধ সম্পর্কে আইনস্টাইন বলেছেন, "সাফল্যবান মানুষ হওয়ার চেষ্টা কর না বরং মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হওয়ার চেষ্টা কর।"

খ. কোনোকিছু সম্পর্কে আমাদের যে ভালোলাগা বা মন্দলাগা, তার বহিঃপ্রকাশই হলো আবেগ। মানবজাতির স্বকীয়তা টিকিয়ে রাখার জন্য আবেগ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আবেগ আমাদের চারপাশে মানুষের সাথে আমাদের সম্পর্ক ও মিথষ্ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। এটি একটি ৰণস্থায়ী ব্যক্তিগত মানবিক আচরণ। তবে কোনো বিষয় যদি বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কিত হয় কিংবা দর্শননির্ভর হয়। তবে ঐ বিষয়সংক্রান্ত আবেগের স্থায়িত্ব অনেক বেশি হয়ে তাকে। ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক আবেগের সাথে সম্পর্কিত। একজনের সাথে অন্যজনের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ভর করে তাদের মধ্যে আবেগিক দৃষ্টিভঙ্গি কেমন তার ওপর।

গ. উদ্দীপকে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত রাকিবের প্রতিক্রিয়াকে অনুভূতি বলা যায়।

কোনো বিষয়, কোনো ঘটনা আমাদের মনের গভীরে বা হৃদয়ের গহিনে যে ভাব তৈরি করে তাই হলো অনুভূতি। আবেগের মাধ্যমে আমাদের মনে অনুভূতির জন্ম হয়। তবে আবেগের চেয়ে অনুভূতি তুলনামূলক দীর্ঘস্থায়ী হয়। যেমন কোনো বিষয় বা

ঘটনা যখন আমাদের সামনে ঘটে তখন সেই বিষয় বা ঘটনার প্রতি তাৎৰণিক অনুভূতি আমাদের মধ্যে এক ধরনের আবেগের জন্ম দেয়। তাৎৰণিকভাবে জন্ম নেওয়া এই আবেগ আমাদের মধ্যে ধীরে ধীরে ওই বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে আমাদের মধ্যে তুলনামূলক স্থায়ী অনুভূতির বলয় সৃষ্টি করে, যা আমাদের ওই বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে পরবর্তী প্রতিক্রিয়া কী হবে তা ঠিক করে দেয়। উদ্দীপকের রাকিবের মনে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত আবেগটুকু এভাবেই অনুভূতির পর্যায় ধারণ করে। আন্দোলনের মাধ্যমে মাতৃভাষা আদায়ের কারণে মনে ভাষা শহিদদের প্রতি পরম শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা জন্ম নেয়। এই ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ তার মনে স্থায়ীভাবে আসন করে নেয়। তাই একুশ ফেব্রুয়ারিতে মাতৃভাষা আন্দোলন সম্পর্কে সে ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করে। মাতৃভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত তার এ প্রতিক্রিয়া অনুভূতি নামক প্রত্যয়টির বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।

সুতরাং বলা যায়, রাকিবের ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত প্রতিক্রিয়াটি হলো অনুভূতি।

ঘ. উদ্দীপকের ভাষা শহিদদের প্রতি রাকিবের মনে শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসার স্থায়িত্বের মাধ্যমে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে তা হলো অনুভূতি। আর ব্যক্তির কর্মৰেত্রে এ অনুভূতি খুবই গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কোনো বিষয়, কোনো ঘটনা আমাদের মনের গভীরে যে ভাব তৈরি করে, তাই হলো অনুভূতি। কর্মৰেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আমাদের ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি তৈরি হয়। কোনো কাজ যখন আমাদের ভালো লাগে তখন সেই কাজের প্রতি আমাদের ভালোলাগার অনুভূতি তৈরি হয় যা আমাদের ঐ কাজে লেগে থাকতে সাহায্য করে এবং ঐ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

অনুভূতি হলো সেই জিনিস যেটা মানুষের মধ্যে এক ধরনের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করে। তখন একজন মানুষ তার পাশের অন্য মানুষের অনুভূতি বুঝতে পারে। এমনকি আমরা যখন কোনো চাকরি পাওয়ার জন্য কোনো ধরনের মৌখিক পরীৰা দেই, তখন যারা পরীৰক হিসেবে আমাদের সামনে বসে থাকেন, আমাদের আচার–আচরন, আবেগ–অনুভূতি ইত্যাদি তাদের মনেও এক ধরনের অনুভূতির জন্ম দেয়। তারা যখন কোনো প্রার্থীকে চাকরির জন্য নির্বাচিত করেন, তখন তাদের অনুভূতি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৰেত্রে ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, রাকিবের মনে প্রথমে ভাষা শহিদের প্রতি আবেগ সৃষ্টি হয়। সেই আবেগ থেকে শহিদের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসার সৃষ্টি হয়ে স্থায়ীরূ প লাভ করে। আর এটিই অনুভূতি। এই অনুভূতিই তাকে একুশে ফেব্রুয়ারিতে মাতৃভাষা আন্দোলন সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করতে সহায়তা করেছে।

উপরের আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়, ভাষাশহিদদের প্রতি রাকিবের মনে শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসার স্থায়িত্বের মাধ্যমে যে অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছে, যেকোনো ব্যক্তির কর্মৰেত্রের স্থানেও এটি খুবই গুরবত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন –৭ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মানবজীবনকে সংশোধন ও গতিশীল করার জন্য বিনোদন প্রয়োজন আর বিনোদনের প্রধান একটি মাধ্যম সিনেমা। রাশেদ সিনেমাপিপাসু। তার দেখা একটি সিনোমায় নায়কের কিছু বাণী ছিল এরূ প যে পুরাতন সীমাবদ্ধতা থেকে নিজেকে বের করে আনো, নিজের লৰ্যে অবিচল থাকো, অতীতের ভুল থেকে শিৰা নাও, অন্যের কাজের প্রশংসা কর। "Try not to become a man of success but try to become a man of value" আর রাশেদ এ বক্তব্যগুলোকে বর্তমানে নিজের অনুপ্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করেছে।

ক. মানুষ কোন ধরনের জীব? ১
খ. কর্মৰেত্রে মূল্যবোধ হিসেবে নির্ভরশীলতা ও আস্থার গুরবত্ব লেখ। ২
গ. রাশেদের দেখা সিনেমায় নায়কের বক্তব্যগুলো কী নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকের রাশেদের দেখা সিনেমায় নায়কের ইংরেজি বক্তব্যটির গুরবত্ব নিরূ পণ কর। ৪

▸◂ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. মানুষ সামাজিক জীব।

খ. কর্মৰেত্রে মূল্যবোধ হিসেবে নির্ভরশীলতা ও আস্থার গুরবত্ব অপরিসীম। দলগতভাবে কাজ করতে হলে আমরা একজনের ওপর অন্যজন অনেকভাবে নির্ভর করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। তাদের প্রতি আমরা আস্থাশীল হতে পারি, কোনো কাজ বা দায়িত্ব দিয়ে তাদের ওপর নির্ভর করতে পারি। কর্মৰেত্রে সবাই দল গঠন করতে চায়। যারা দৰ এবং যাদের মূল্যবোধ উন্নত, সর্বোপরি যাদের ওপর কোনো দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় তথা নির্ভলশীল হওয়া যায়, তারা পরষ্পর মিলেমিশে নির্ভরশীলতা ও আস্থার প্রেৰিতে দল গঠন করে থাকে।

তাই কর্মৰেত্রে মূল্যবোধ হিসেবে নির্ভরশীলতা ও আস্থার গুরবত্ব অনেক।

গ. উদ্দীপকে রাশেদের দেখা সিনেমায় নায়কের প্রথম বক্তব্যগুলো ইতিবাচক মনোভাব গঠনের বিভিন্ন কৌশলকে নির্দেশ করছে। ইতিবাচক মনোভাব গঠন করতে হলে বিভিন্ন কৌশল অনুসরণ করতে হয়। ইতিবাচক মনোভাব গঠন করতে হলে প্রথমেই পুরাতন সীমাবদ্ধতা থেকে নিজেকে বের করে আনতে হবে। সফলতা পেতে হলে নিজের ভুল থেকে শিৰা নিয়ে তা ঠিক করার চেষ্টা করতে হবে। লৰ্যে অবিচল থাকাও ইতিবাচক মনোভাব গঠনে সহায়তা করে। কোনো কাজে সুনির্দিষ্ট ফলাফল আশা না করে বরং লৰ্য অর্জনের লৰ্যে ক্রমাগত চেষ্টা করে যাওয়াই লৰ্যে অবিচল থাকা। অন্যের কাজের প্রশংসা করাও ইতিবাচক মনোভাব গঠন করে কেননা এ থেকে কৃজ্ঞতাবোধের উদ্ভব হয়। অন্যদের দেওয়া উপহারগুলোর জন্য হাসিমুখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও ইতিবাচক মনোভাব গঠনের কৌশলের পর্যায়ভুক্ত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রাশেদের দেখা সিনেমার নায়ক উপরিউক্ত বিষয়গুলো তার বাণীতে প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। যেমন– পুরাতন সীমাবদ্ধতা থেকে নিজেকে বের করে আনা, নিজের লৰ্যে অবিচল থাকা, অতীতের ভুল থেকে শিৰা নেওয়া, অন্যের কাজের প্রশংসা করা। এগুলো ইতিবাচক মনোভাব তৈরির কৌশলকেই ইঙ্গিত করে।

ঘ. উদ্দীপকে উলিৱখিত রাশেদের দেখা সিনেমার নায়কের ইংরেজি বক্তব্যটি অত্যন্ত গুরৰত্বপূর্ণ। এটি কর্মে সফলতার মূল্যবোধকে নির্দেশ করে। "Try not to become a man of success but try to become a man of value" উদ্ধৃতিটি রাশেদের দেখা সিনেমার নায়কের যা মূলত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের। মূল্যবোধ সম্পর্কে তিনি সফলতার পেছনে না দৌড়িয়ে মূল্যবোধ অর্জন করতে বলেছেন। কর্মে সফলকাম হতে হলে আমাদের যেসব গুণ থাকা আবশ্যক তার মধ্যে মূল্যবোধ অন্যতম। এটি যেকোনো কর্ম সম্পাদনের ৰেত্রে যথেষ্ট গুরৰত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মূল্যবোধহীন মানুষ যথেষ্ট শিৰিত হলেও তিনি কর্মে কোনোভাবেই সফলকাম হতে পারেন না। মূল্যবোধই পারে একজন মানুষকে প্রকৃত কর্মে সফলতা এনে দিতে। ব্যক্তি তার শৈশব থেকেই মূল্যবোধ অর্জন করতে থাকে। এটি একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। তবে সঠিক মূল্যবোধ অর্জন করতে হলে একজন মানুষকে চরম অধ্যবসায়ী হওয়া প্রয়োজন।

উদ্দীপকে রাশেদের দেখা সিনেমায় নায়কের প্রাথমিক বাণীগুলো সাধারণত কীভাবে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করে তা নির্দেশ করে। আর এগুলোর সাথে তিনি মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। কেননা মূল্যবোধ ছাড়া শুধু ইতিবাচক মনোভাব থাকলেই একজন মানুষ সফলকাম হতে অৰম। উচ্চতর ধারণার প্রেৰিতে মানুষ উচ্চপর্যায়ে পৌঁছাতে সৰম হয়। মূল্যবোধহীন মানুষ আমাদের কাছে কোনো ৰেত্রেই গ্রহণযোগ্যতা পায় না। সার্বিক বিবেচনায় উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, মানসিক শক্তি বিকাশে এবং জীবনের সকল ৰেত্রে রাশেদের দেখা সিনেমার নায়কের শেষ ইংরেজি উদ্ধৃতিটি যথেষ্ট গুরৰত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন –৮ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রায়হান একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিৰক। তিনি তার বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা তার সহকর্মীদের সাথে দলগতভাবে সমাধান করেন। তিনি অন্য কলিগদের ওপর যেমন আস্থাশীল ও নির্ভরশীল ঠিক তেমনি অন্যরাও তার প্রতি আস্থাশীল ও নির্ভলশীল। জনাব রায়হান ব্যক্তিজীবনে অত্যন্ত সৎ। সকলকে সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে। এসকল মৌলিক প্রতিভার কারণে জনাব রায়হান তার বিদ্যালয় ও এলাকায় সবার কাছে একজন প্রশংসনীয় পাত্র হিসেবে বিবেচিত হন।

ক. কাদের ওপর আমরা আস্থাশীল হতে পারি? ১
খ. ভালো শ্রোতার চারটি বৈশিষ্ট্য লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে রায়হানের মধ্যে কোন ধরনের মূল্যবোধ পরিলৰিত হচ্ছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. উক্ত মূল্যবোদের বিষয়সমূহ তার ক্যারিয়ারের ৰেত্রে যথেষ্ট কি? বিশেৱষণ কর। ৪

▸◂ ৮নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. যাদের সাথে আমরা দলগতভাবে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দবোধ করি, তাদের ওপর আমরা আস্থাশীল হতে পারি।

খ. যে শ্রোতা বক্তার বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনে তাকে ভালো শ্রোত বলে। ভালো শ্রোতা হতে হলে একজন ব্যক্তির মধ্যে যেসকল বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক। তার মধ্যে প্রধান চারটি বৈশিষ্ট্য হলো:

১. একজন ভালো শ্রোতা মনোযোগ দিয়ে বক্তার বক্তব্য শোনে এবং শোনার সময় অন্যমনস্ক হয় না।
২. একজন ভালো শ্রোতা সাধারণত বৈশিরভাগ সময় বক্তার চোখে চোখ রেখে বক্তব্য শোনে।
৩. একজন ভালো শ্রোতা বক্তব্যের সাথে একাত্ব হয়ে যায়; যা সে শুনছে, সে অনুযায়ী তার অভিব্যক্তি পরিবর্তিত হয়।
৪. একজন ভালো শ্রোতা বক্তার বক্তৃতার সময় নিজে কথা বলে না; সময় ও সুযোগ বুঝে বা অন্যের বক্তব্য শেষ হওয়ার পর নিজে মন্তব্য করে বা কথা বলে।

গ. উদ্দীপকে দলগতভাবে কাজ করার ৰেত্রে জনাব রায়হানের ভিতর কর্মে সফলতার মূল্যবোধ পরিলৰিত হয়েছে। নির্ভরশীলতা ও আস্থা বলতে কোনো বিষয়ে কাজ করার সময় সঙ্গী বা সহকর্মীদের ওপর ভরসা করা বোঝায়। কেননা কর্মৰেত্রে আমাদের দলগত

হয়ে কাজ করতে হয়। আর তাই দলগত হয়ে কাজ করার জন্যে একে অন্যের ওপর আস্থা ও ভরসা রাখতে হয়। কিন্তু এ বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে যে, আমি যার ওপর নির্ভর করে কাজটি করছি, আসলে তার ওপর নির্ভর করা যায় কিনা। সেজন্য যাদের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব ও যাদের আচার–আচরণ নিজের কাছে ভালো লাগে এবং যাদের ওপর কোনো কাজ দিয়ে ভরসা করা যায়, তাদের ওপর আস্থাও নির্ভরশীল হতে হবে। সততা হলো যে কোনো কাজে নৈতিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো। অসৎ হলে হয়তো সাময়িক সফলতা লাভ করা যায়। আর সহযোগিতা হলো– কোনো কাজে অন্যকে সাহায্য করা বা কোনো সমস্যায় পড়লে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করা। দলগত ভাগে কাজের জন্য এটি খুবই গুরৰত্বপূর্ণ।

উদ্দীপকে রায়হানের ভিতর যে গুণ বা নিবয়গুলো পরিলৰিত হয় তা সবগুলো কর্মে সফলতার একেকটি মূল্যবোধ। কেননা কোনো ব্যক্তি যদি কর্মে সফল হতে চায়, তাহলে তাকে অন্যের ওপর আস্থা ও নির্ভরশীল হতে হবে। এছাড়াও নিজের কাজে সৎ থাকতে হবে এবং অন্যকে সহযোগিতা করার মনোভাব থাকতে হবে। উদ্দীপকে রায়হানের ভিতর উক্ত কর্মে ফলতার প্রত্যেকটি বিষয় ভালোভাবে পরিলৰিত হয়েছে। সুতরাং আমি বলতে পারি যে, উক্তমূল্যবোধগুলো মূলত কর্মে সফলতার একেটি মূল্যবোধ।

ঘ. উদ্দীপকে রায়হানের ভিতর কর্মৰেত্রে সফলতার মূল্যবোধ ফুটে উঠেছে। কিন্তু উক্ত মূল্যবোধগুলো ক্যারিয়ারের সফলতার জন্য যথেষ্ট বলে আমি মনে করি না। কেননা কর্মে সফলতার জন্য আরও কিছু মূল্যবোধ অতি প্রয়োজনীয়। রায়হানের ভিতরে যে মূল্যবোধগুলো ফুটে উঠেছে সেগুলোও গুরৰত্বপূর্ণ। তবে কর্মে সফলতার জন্য ব্যক্তি পর্যায়ে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবদ্ধতার মূল্যবোধ থাকতে হবে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের কিছু নিয়ম আছে সেটা ঐ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নিয়ম হতে পারে আবার কোনো কাজ পরিচালনারও নিয়ম হতে পারে। প্রত্যেকের সেই নিয়মগুলো পালন করতে হবে। কেননা সঠিকভাবে নিয়ম পালন না করলে কর্মে সফল হওয়া যায় না। তাই এটিও খুব গুরৰত্বপূর্ণ একটি মূল্যবোধ। তাছাড়াও কর্মে সফলতার আরেকটি ও খুব গুরৰত্বপূর্ণ মূল্যবোধ হলো সময়ানুবর্তিতা। সময়ের কাজ সময়ে করা খুবই জরৰরি। কর্মৰেত্রে সবাই দলগতভাবে কাজ করে। একজন যদি সময়মতো কাজ না করে, তাহলে অন্যদের বিপদে পড়তে হয়। এছাড়াও সময়মতো অফিসে যাওয়া ও ফিরে আসা প্রভৃতিও সময়ানুবর্তিতার অন্তর্গত। সময় মতো প্রতিটি কাজ করতে পারলে সফলতা অর্জন করা সহজ হয়ে যায়। উদ্দীপকে জনাব রায়হানের মধ্যে যে যে মূল্যবোধগুলো প্রকাশ পেয়েছে সেগুলোও কর্মে সফলতার মূল্যবোধ। তাই কর্মে সফল হতে গেলে আমাদের নির্ভলশীলতা আস্থাবান, সৎ, নিয়ামনুবর্তি ও শৃঙ্খল, সহযোগী এবং সময়জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। উক্ত বিষয়গুলোর পুরোপুরি প্রয়োগ ছাড়া কখনো কর্মে সফল হওয়া সম্ভব নয়।

তাই বলতে পারি যে, রায়হানের ভেতরের প্রকাশিত মূল্যবোধগুলো ছাড়াও নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ এবং সময়ানুবর্তিতার মূল্যবোধ কর্মে সফলতার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়।

প্রশ্ন –৯ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শিৰিত সামাদ অনেকদিন চাকরি খোঁজার পর গত বছর একটি চাকরি পায়। তার আশা ছিল যে, সে অনেক পরিশ্রম করবে এবং জীবনে উন্নতি করবে। কিন্তু তার এ আশা শুধু আশাই থেকে যায়। একটি কাজের ব্যাপারে বসের কেবিনে গিয়ে সে পরমতঅসিহষ্ণুতার পরিচয় দেয় এবং রেগে যায়। এরূ প অবস্থা দেখে তার বস অনেক হতাশ হন। এ অবস্থার প্রেৰিতে সামাদকে তার চাকরি হারাতে হয়। সামাদ তার আচরণগত সমস্যার কারণে আবার বেকার হয়ে পড়েছে।

ক. মনোভাব কত প্রকার? ১
খ. সংযোগ স্থাপনের ৰেত্রে করণীয় ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে সামাদের মধ্যে যে আচরণ দেখা যাচ্ছে তার ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'সামাদের আশা সফল হতে পারতো, যদি তার আচরণ বিপরীতমুখী হতো'। মন্তব্যটি বিশেৱষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মনোভাব দুই প্রকার।

খ. সামাজিক পরিবেশে বসবাস করতে গিয়ে আমাদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হয়। এই সংযোগ স্থাপনের জন্য কিছু করণীয় আছে।

বিপদে–আপদে পরিচিতজনদের খোঁজখবর নেওয়া, সম্ভব হলে সশরীরে হাজির হওয়া। আবার সর্বদা হাসিখুশি থাকা এবং তাদের প্রতি যে আন্তরিক তা কথা ও কাজে প্রকাশ করা। সামাজিক উৎসব এবং অনুষ্ঠানের খোঁজখবর নেওয়া ও শুভেচ্ছা পাঠানো।

এছাড়া ব্যক্তিগত কিন্তু গোপনীয় বা স্পর্শকাতর নয় এমন বিষয়ে অল্প কথা বলার মাধ্যমেও সংযোগ স্থাপন করা যায়।

গ. উদ্দীপকে সামাদ সাহেবের মধ্যে তার ব্যক্তিগত আচরণ ফুটে উঠেছে। ব্যক্তিগত আচরণ হলো– আমাদের আবেগ, অনুভূতি ও মনোভাবের আচরণের বহিঃপ্রকাশ। ক্যারিয়ার গঠনে ব্যক্তিগত আচরণ সবচেয়ে গুরৰত্বপূর্ণ। কেননা মানুষের ভেতরে কী আছে তা প্রকাশ পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো মানুষের আচরণ। পেশাগত জীবনে ভালো আচরণের জন্য আমাদের আচরণ সংযত ও ভদ্র হওয়া

প্রয়োজন। আমাদের আবেগ, অনুভূতি ও মনোভাবের অথবা কথাবার্তার মাধ্যমে আমাদের ব্যক্তিগত আচরণ ফুটে ওঠে। কোনো মানুষের আচরণ বদমেজাজি হলে তার সাথে কথা বলতে বিরক্ত লাগে। তাই কথা বলার সময় ভদ্রভাবে কথা বলা এবং অন্যের কথাকে মূল্যয়ন করা, কথা যদি ভালো না। লাগে তথাপি সহ্য করা উচিত। কেননা কোনো ব্যক্তির আচরণের মধ্য দিয়েই তার পরিচয় পাওয়া যায়। উদ্দীপকে দেখা যায়, সামাদ তার বসের কেবিনে গিয়ে বসের কোনো এক কথায় রেগে যায় এবং তাতে তার পরমত অসহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়। এটি তার ব্যক্তিগত আচরণ। ব্যক্তিগত আচরণের কারণে তার চাকরি হারাতে হয়েছে।

সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকে সামাদের ব্যক্তিগত আচরণটি ফুটে উঠেছে।

ঘ. উদ্দীপকে দেখা যায়, সামাদের ব্যক্তিগত আচরণ অসঙ্গাতিপূর্ণ ও পরমতঅসহিষ্ণু। এরূ প ব্যক্তিগত আচরণ সামাদের ক্যারিয়ার গঠনে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে ও সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাতে তাকে বাধাগ্রস্ত করে। কোনো কাজে সফল হতে হলে অবশ্যই সে উদ্দেশ্যে কাজ করতে হয় এবং কাজের মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কোনো ব্যক্তি সৎ নাক অসৎ, আন্তরিক নাক উদাসীন, দৰ নাক মূর্খ সবকিছু আমরা তার কাজ ও আচরণে মাধ্যমে বুঝতে পারি। ব্যক্তি যদি বদমেজাজী বা খামখেয়ালী বা এককেন্দ্রিক মতামত বা কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে সেৰেত্রে সে জীবনে বেশি দূর আগাতে পারে না। তাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতে হয়। প্রত্যেক মানুষের জীবনে অনেক আশা–প্রত্যাশা থাকে যেটা সবাই পূরণ করতে চায় কিন্তু জীবনের কিছু কিছু বিচ্যুত ব্যক্তিগত আচরণের ফলে আশা যেমন অপূরণীয় থেকে যায় তেমনি জীবনে সফলতার ধারণটি অধরাই থেকে যায়। আমরা উদ্দীপকে সামাদের মধ্যে এরূ প ব্যক্তিগত আচারণ দেখেছি যেটা তার জীবনের ব্যর্থতার মূল কারণ। তার আচরণ যদি বিপরীতমুখী হতো তাহলে আমরা তাকে ব্যর্থতার পরিবর্তে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে দেখতাম। তার ব্যক্তিগত প্রান্তে পৌঁছাতে দেখতাম। তার ব্যক্তিগত আচরণ যদি বিচ্যুত, অসংগতিমূলক ও পরমতঅসহিষ্ণু না হয়ে ঠিক বিপরীতমুখী হতো তাহলে তিনি তার জীবনের সকল আশা পূরণ করতে পারতেন ও সফল হতো। তার আচারণ যদি বিপরীতমুখী হতো অর্থাৎ বিনয়ী, নম্র, ভদ্র হতো। ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন উভয় ধরনের সহকর্মীদের সাথে বিনয়ী হতো, তিনি যদি জটিল পরিস্থিতিতে না রেগে যেতেন বরং বিরক্তি প্রকাশ না করে হাসিমুখে ও ঠান্ডামাথায় তা সামাল দিতেন, তিনি যদি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে শ্রদ্ধা করতেন নিজের ব্যক্তিগত সমস্যা সবার সাথে ভাগ করে নিয়ে কাজ করেতন, আর সর্বোপরি কাজের প্রতি আন্তরিক থেকে প্রতিষ্ঠানের সহকর্মী এবং বসের সাথে বিনয়ী থাকতেন তাহলে তিনি চাকরিও হারাতেন না এবং তার জীবনের সফলতার পথ প্রশস্ত হতো।

সুতরাং উদ্দীপকে যদি সামাদের আচরণ বিপরীতমুখী হতো তাহলে তার আশা সফল হতো ও ভালো ক্যারিয়ার গড়তে সমর্থ হতেন।

মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন –১০

চিত্র: ১

চিত্র : ২

ক. কর্মৰেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কোন দৃষ্টিতে দেখতে হবে? ১

খ. অনুভূতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. চিত্র '১' –এর ব্যক্তির যে আচরণ প্রকাক পায় তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. চিত্র–'২' –এর যে আচরণ দৃশ্যমান তা কি কাঙ্ক্ষি খত? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

প্রশ্ন –১১ তৈমুর ছোটবেলা থেকে মিশুক প্রকৃতির। লেখাপড়া শেষ করে তিনি কি করবেন এ নিয়ে খুবই চিন্তিত ছিলেন। পরিচিত ব্যক্তিরা তাকে সবজি ব্যবসায়ে অনুপ্রণিত করল। এরপর তিনি নিজ এলাকা থেকে ঢাকার বড় বড় ডিপার্টমেন্টাল সপগুলোতে টাটকা সবজির যোগান দেন। তিনি এ ব্যবসা দাঁড় করর আগে পরিচিত সকলের কাছ থেকে সঠিক পরামর্শ পান। এলাকার চাষিরাও তাকে উৎসাহ দেয়। তিনি যথেষ্ট নম্র, ভদ্র ও বিনয়ী হওয়ায় সবাই তাকে অনেক ভালোবাসে। পেশাগত জীবনে তিনি খুবই দায়িত্ববান। পরিচিত সকলের সাথে তিনি পরিমিত যোগাযোগ রৰা করেন এবং তাদের সাথে মার্জিত আচরণ করেন। এখন তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী।

ক. কর্মৰেত্রে জটিল পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দিতে হয়? ১

খ. কর্মৰেত্রে গ্রাহদের সাথে কিরূ প আচরণ করা বাঞ্ছনীয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে তৈমুরের ব্যবসা দাঁড় করানোর পেছনে কোন কারণটি বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে তৈমুরের সফলতার পেছনে কি শুধু উক্ত কারণটিই বিদ্যামান? মূল্যায়ন কর। ৪

প্রশ্ন –১২ আরিফ ও শিপলু দুই বন্ধু। আরিফ একটি বেসরকারি সংস্থার উচ্চ পর্যায়ে চাকরি করে এবং শিপলু ব্যবসা করে। তারা দুজনই প্রতিষ্ঠিত। আরিফ তার কর্মৰেত্রে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন মানুষের সাথে যোগাযোগ রৰা করে। এবং শিপলু তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসার খাতিরে অনেকের সাথে যোগাযোগ রৰা করে। মূলত তারা কর্মজীবনের শুরব থেকেই এভাবে তাদের প্রয়োজনীয় এবং পরিচিতদের সাথে যোগাযোগ রৰা করে এসেছে বলেই আজকে এমন পর্যায় পৌঁছতে পেরেছে।

ক. ব্যক্তিগত আচরণ কী? ১
খ. অনুভূতি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে আরিফ ও শিপলুর মধ্যে কোন বিষয়টি প্রতীয়মান হচ্ছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত বিষয়ের ৰেত্রে আরিফ ও শিপলুকে কী বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়েছে? বিশেৱষণ কর। ৪